CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 09 March 2022 ■ আগরতলা ৯ মার্চ, ২০২২ ইং ■ ২৪ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে আরও একবার সুযোগ দিন ঃ অমিত শাহ

রাজ্য সরকারের চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে, জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। উন্নয়ন এবং বিকাশের দিকে এগিয়ে যায় রাজ্য। ত্রিপুরা গোটা দেশের মধ্যে সেই নতুন দিশা এগিয়ে চলেছে। আগামী দিনে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে ১ নম্বর রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা হবে। প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতি পালন করে পুনরায় ত্রিপুরা রাজ্যের মাটিতে ভোট চাইতে আসবেন। ২০২৩ -এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে মঙ্গলবার সরকারের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বক্তব্য রেখে এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুধু তাই নয় এদিন সমাবেশ অমিত শাহ বলেন, আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে আরও একবার সুযোগ দেয়ার জন্য।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষ উদযাপন করছে দেশ। একই সঙ্গে পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্তির ৫০ বছর উদযাপন করছে ত্রিপুরা। এই ৫০ বছরের মধ্যে ২৫ বছর ত্রিপুরায় রাজত্ব করেছে কমিউনিস্টরা। ত্রিপুরায় ছিল না কোন উন্নয়ন। রাজনীতির মধ্যে হিংসা, প্রশাসনের মধ্যে ক্যাডার নিয়ন্ত্রণ ছিল। রাজ্যের মধ্যে নেশা ও বন্দুক কারবারীদের দৌরাত্ম্য ছিল। ২৫ বছর গরীবের নামে রাজত্ব করলেও গরীবদের জন্য কিছুই করেনি বলে জানান অমিত শাহ। আন্দোলন তৈরি করবে বলে। চলো পাল্টাইয়ের শ্লোগানের সাথে এগুবে। বিজেপি নিশ্চিত ছিল রাজ্যে পরিবর্তন আসবেই। ২০১৮ সালে পূর্ণবহুমতের সরকারে গঠনের সুযোগ এই রাজ্যের মানুষ দিয়েছে। এখন সরকারের চতুর্থ বর্ষ পূর্তিতে রাজ্য আত্ম নির্ভর ও নিজের পায়ে চলার দিশাতে এগুচ্ছে। মুক্ত হয়েছে নেশা কারবারীদের হাতে থেকে। ত্রিপুরায় এখন ব্যবসার হাভ তৈরি হচ্ছে। সড়ক ও রেল পথের ক্ষেত্রে বহু প্রকল্পের বাস্তবায়ন ঘটছে। ত্রিপুরার মানুষের কাছে এখন পৌছে দেওয়া হচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি। প্রধানমন্ত্রী যে সমস্ত প্রকল্প পাঠাচ্ছে সেই সমস্ত প্রকল্প গুলি পৌঁছে দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনসভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ছবি নিজস্ব।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে এই সরকার রাজ্যবাসীর জন্য যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তা আগামী এক বছরের মধ্যে একশো শতাংশ পূরণ করবে। এরপরই তারা আপনাদের কাছে আশীর্বাদ নিতে যাবেন। আজ আনন্দনগরে ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটির ভূমিপূজা এবং শিলান্যাস করে একথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি আশা প্রকাশ করেন রাজ্যবাসী এই সরকারকে পুনরায় আশীর্বাদ করবেন। আগরতলার অদূরেই আনন্দনগরে গড়ে উঠবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিনি আরও বলেন ভারতীয় জনতা পার্টি ও অন্যান্য দলের ৩৯ জন কার্যকর্তাকে হত্যা করা হয়েছিল। সেই সময় বিজেপি স্থির করে নেয় ত্রিপুরাতে একটা রাজনৈতিক জনজাতি অংশের মানুষ নিজেদের সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন হিসাবে অনুভব করতেন। যুবরা পালিয়ে যেতেন। মহিলা ও সংবাদ মাধ্যমকে দাবিয়ে রাখা হয়েছিল।

ফের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা রাশিয়ার মানব করিডর তৈরি করে দিতেই সিদ্ধান্ত

কিয়েভ ও মস্কো, ৮ মার্চ (হি.স.)।। এই নিয়ে চতুর্থবার, ফের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল রাশিয়া। মানব করিডর তৈরি করে দিতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাশিয়া। মস্কোর সময় অনুযায়ী সকাল ১০টা ফের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে রাশিয়া, সুমিতে আটকে থাকা ভারতীয় পড়ুয়াদের সুরক্ষিতভাবে দেশে ফেরানোর জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিল ক্রেমলিন।

রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রক সুমি-সহ মোট পাঁচ শহরের ছাত্রদের সুরক্ষিত ভাবে দেশে ফেরানোর সুবিধা করে দিতে রাজি হয়েছে। সুমি ছাড়া কিয়েভ, খারকিভ, মারিউপোল এবং চারনিগিভ শহরের পড়ুয়াদেরও যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন ছাড়ার জন্য এই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে বলেও রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে।

এর আগেও মানবিক করিডর তৈরি করে দিতে ইউক্রেনের একাধিক শহরে সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে রাশিয়া। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ রাজ্যের ভোট গণনা কাল উৎকণ্ঠায় দেশ

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.)।। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন শেষ হয়েছে গত সোমবার। বৃহস্পতিবার ১০ মার্চ ফল গণনা। গোটা দেশ এই পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফলাফলের দিকেই তাকিয়ে আছে। সামনের বছরই দেশের লোকসভা নির্বাচন। এই লোকসভা নির্বাচনের আগে পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফলাফল অনেকটাই তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু তাই নয় উত্তরপ্রদেশের ফলাফলের উপর অনেকটাই নির্ভর করবে আগামী লোকসভা নির্বাচনের গতি প্রকৃতি।

এদিকে, ভোট গণনার একদিন আগে, বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। মঙ্গলবার বিকেলে টুইটারে তিনি দাবি করলেন, বারাণসী থেকে নাকি ইভিএম সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। তাঁর এহেন দাবি ঘিরে গণনার ৪৮ ঘণ্টার আগেই সরগরম উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক মহল।

উল্লেখ্য, অখিলেশের দাবি, তাঁরা ৩০০-রও বেশি আসনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসবেন। যদিও বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফল বলছে উত্তরপ্রদেশে ফের সরকার গঠন করবে বিজেপিই।

এদিন তিনি টুইটে দাবি করছেন বারাণসীর এই ঘটনা ইঙ্গিত দিচ্ছে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। অখিলেশকে লিখতে দেখা গিয়েছে, "বারাণসীতে ইভিএম ধরা পড়ার সংবাদ উত্তরপ্রদেশের প্রতিটি বিধানসভাকেই সতর্ক থাকার বার্তা দিচ্ছে। ভোট গণনায় কারচুপির চেষ্টা নস্যাৎ করতে এসপি-জোটের সব প্রার্থী ও সমর্থকদের ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। যুব গণতন্ত্র ও ভবিষ্যৎ রক্ষায় ভোট গণনায় সৈনিক হয়ে উঠুন!"

যদিও অখিলেশের এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন জেলাশাসক কৌশলরাজ শর্মা। তাঁর অভিযোগ, কোনও কোনও দল এই ধরনের গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তিনি অবশ্য ইভিএম নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করছেন। তবে তাঁর দাবি, এই যন্ত্রগুলি গণনার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের প্রশিক্ষণেই ব্যবহৃত হয়। এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়িতে ঢুকে হামলা দুষ্কৃতিদের ব্যাপক ভাঙচুর, হত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। সোমবার গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জের ননজলা এলাকার মুনাফা বেগমের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে এবং বেশ কিছু গাছ কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্রামগঞ্জ থানা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই ঘটনায় জড়িত কাউকে এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই।

বিশ্রামগঞ্জ

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার রাতে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী মুনাফা বেগমের বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়ির বাউন্ডারি বেড়া এবং ঘর দরজা ভাঙচুর করে। শুধু তাই নয় পরিবারের লোকজনদের প্রাণে মারার চেষ্টা করে। যদিও তারা কোনক্রমে আত্মরক্ষা করেছেন। দুস্কৃতিকারীরা যাওয়ার সময় বাড়ির চারদিকে প্রচুর পরিমাণ গাছ কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকার মানুষজন ওই বাড়িতে ছুটে যান। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এলাকাবাসী। জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরেই কতিপয় দুষ্কৃতিকারী এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত করে চলেছে। পুলিশকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ৮ মার্চ থেকে ১০ মার্চ অবধি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, এইবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল ভাবনা হচ্ছে 'বেক দ্য বায়াস'।

এই উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয় আজ সকালে মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় থেকে দৌড়ের মাধ্যমে। সংক্ষিপ্ত একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দৌড়ের সূচনা করেন অ্যাডিশনাল ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ প্রিন্সি রাণী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা চান্দনী চন্দ্রন, ওবিসি ওয়েলফেয়ার দপ্তরের অধিকর্তা কুন্তল দাস, পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা। এই দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের, কলেজের পাঠরতা ছাত্রীবৃন্দ, তাদের অভিভাবিকাগণ, এনএসএস, এনসিসি, স্কাউট অ্যাণ্ড গাইড -এর স্বেচ্ছাসেবক সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের নারীরা। এই দৌড় শহরের বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে পুনরায় মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়।

৯ মার্চ দুপুর ১২টায় রাজধানীর মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে যেখানে সমাজের বিভিন্নক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীরা ছাত্রীদের সামনে তাদের অভি'তা তুলে ধরবেন ও তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এই অনুষ্ঠানে আরও থাকছে একটি ছোট নাটকের উপস্থাপনা এবং 'মেঘবালিকা' নামক রাজ্যের জনপ্রিয় মহিলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আগরতলায় মহিলা কমিশনের সাইকেল র‍্যালী। ছবি নিজস্ব।

সাব্রুমে কাঁঠালছড়িতে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ দেখলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ আজ বিকেলে সাব্রুম মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁঠালছড়িতে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনের সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। বর্তমানে ৩.২১৪ কিমি কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা হচ্ছে। সীমান্তের ২২১৬/৫ নং পিলারের সন্নিকটে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিএসএফ-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিত হন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাতাবাড়িতে রূপার দরজা উৎসর্গ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ মার্চ।। আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উদয়পুরস্থিত মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের মন্দির পরিদর্শনে আসেন। সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মায়ের মন্দিরে রূপার দরজা উৎসর্গ করেন।

পরে তিনি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের পূজাতেও অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া প্রসাদ প্রকল্পে মায়ের মন্দিরের আধুনিকীকরণের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, সাংসদ বিনোদ কুমার সোনকর, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, মুখ্যসচিব কুমার অলক, গোমতী জেলার জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার সহ উচ্চপদস্থ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.) ।। আগামীকাল বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জানা গিয়েছে, রাশিয়া-ইউক্রেন চলমান সংঘাত এবং প্রতিবেশী দেশগুলির মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হতে পারে।

সোমবার অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের মতে, এই বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে বিশেষ বিমানে শুরু হওয়ার পর থেকে "অপারেশন গঙ্গা"-এর অধীনে ১৭,৪০০ জনেরও বেশি ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ৭৩টি বিশেষ অসামরিক বিমানে ভারতীয়দের সংখ্যা ১৫,২০৬ জনকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রী মোদী সোমবার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেনের নেতা ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ইউক্রেনের অবরুদ্ধ সুমি শহর থেকে ভারতীয় ছাত্রদের সরিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুঙ্গিয়াকামীতে পনের লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

য়াকামী থানার পুলিশ আগরতলা থেকে বহিঃরাজ্যে যাওয়ার পথে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের ৩৬ মাইল এলাকায় একটি লরি আটক করে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, সুনির্দিষ্ট সংবাদের ভিত্তিতে মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ অফিসার এসআই রথিন দাস লরি আটক করে তল্লাশি চালান। তল্লাশি চালিয়ে ওই লরি থেকে ২৯২কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। লরি চালক এবং সহচালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সনাতন জমাতিয়া জানান, সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে মুঙ্গিয়াকামি থানার এসআই রথিন দাস ৩৬ মাইল এলাকায় সন্দেহভাজন আটক করে পুলিশকে নিয়ে তল্লাশি চালান। তল্লাশি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটির অস্থায়ী ক্যাম্পাস পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একদিনের রাজ্য সফর শেষে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিশেষ বিমানে আজ রাতে রাজ্য ত্যাগ করেন।

মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে তাঁকে বিদায় জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, সাংসদ বিনোদ কুমার সোনকার, মুখ্যসচিব কুমার অলক, পুলিশ মহানির্দেশক ভি এস যাদব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, পুলিশ সুপার বি জগদিশ্বর রেড্ডি, সমাজসেবী ডা. মানিক সাহা ও বিশিষ্ট সমাজসেবী অজয় জাম্বয়াল। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ রাতে বুদ্ধমন্দিরস্থিত অস্থায়ী ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটির

ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী অজয় জাম্বয়াল। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ ইউনিভার্সিটির আধিকারিক ও ছাত্রছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

পানীয় জলের দাবিতে খোয়াই ও কাঞ্চনপুরে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। মঙ্গলবার পানীয় জলের দাবিতে খোয়াইয়ের গগমনিপাড়া এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর দামছড়া সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়রা। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, খোয়াইয়ের জনজাতি অধ্যুষিত গগমনি পাড়া এলাকায় দীর্ঘ একমাস সময় ধরে পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছে। জনজাতী অংশের জনগণ বিষয়টি প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নজরে এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একাধিকবার অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার সকাল থেকে এলাকার জনগণ পথ অবরোধ আন্দোলনে সামিল হন।

অবরোধের ফলে ওই এলাকার রাস্তাঘাট দিয়ে কোন ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারেনি। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ এবং খোয়াইয়ের ডিসিএম ঘটনাস্থলে ছুটে যান। প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধকারীদের সঙ্গে সমস্যা সম্পর্কে কথা বলেন। অবিলম্বে তাদের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আপাতত তারা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। তবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে কাঞ্চনপুরের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ও পরিস্রুত পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে ওইসব এলাকার জনগণ কাঞ্চনপুর দামছড়া সড়ক অবরোধ করেন। অবরোধের ফলে কাঞ্চনপুর দামছড়া সড়কে যান চলাচল পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। অবরোধকারীদের সঙ্গে তারা আলোচনায় মিলিত হন। তাদের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে তারা আপাতত পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা১৫১ ◻ ৯ মার্চ ২০২২ ইং ◻২৪ ফাল্গুন ◻ বুধবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

পরিবেশবান্ধব হইতে হইবে

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষকে আমাদেরকে আরো পরিবেশবান্ধব মনের মানসিকতা নিয়া কাজ করিতে হইবে। করোনা পরিস্থিতি কাটাইয়া মানুষ ঘুরিয়া দাড়াইতে শুরু করিয়াছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির কবলে পরিয়া মানুষ অর্থনৈতিক দিক দিয়া মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখিন হইয়াছে। করোনার ভয়াবহতা কিছুটা কমিবার পর মানুষ পুনরায় ঘুরে দাঁড়াইবার চেষ্টা শুরু করিয়াছে। সেক্ষেত্রেও নানা বাধা-বিপত্তি দেখা দিতেছে। তদুপরি প্রচেষ্টার কোন অন্ত নাই।করোনার তৃতীয় ঢেউ সামাল দিতে জেরবার গোটা দেশ। ইতিমধ্যে ভ্যাকসিনের একটি বা দু'টি ডোজ নিয়াছেন বেশিরভাগ নাগরিক। তাই তাঁহারা নিজেদের শারীরিকভাবে অনেকটা নিরাপদ মনে করিতেছেন। তাহা সত্ত্বেও মহামারীর কারণে দুশ্চিন্তার শিকার বেশিরভাগ মানুষ। তাহারা শান্তিতে নাই। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা থেকে এমনই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে। এর কারণ, সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশই মনে করিতেছে, আগামী তিন মাসে সার্বিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হইতে পারে। করোনা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে বলিয়া তাহারা মনে করিতেছে না। তবে এর জেরে কর্মক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, পারিশ্রমিক কমিয়া যাওয়া সহ নানা কারণে আর্থিক সংস্থান নিয়া চিন্তা বাড়িবে। করোনাকালে নাগরিকদের ওপর একটি সমীক্ষা চালায় এসবিআই লাইফ। মোট পাঁচ হাজার মানুষকে নিয়া সমীক্ষা করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে এই জীবনবিমা সংস্থা। তাহাদের রিপোর্ট থেকে দেখা যাইতেছে , পরিস্থিতি আগামী দিনে আরও খারাপ হইবে বলিয়া মনে করিতেছেন ৩৮ শতাংশ মানুষ। তবে করোনা সংক্রমণ বাড়িয়া গিয়া এমন পরিস্থিতি হইবে বলিয়া তারা মনে করিতেছে না। চাকরির অনিশ্চয়তা এবং রোজগার কমিয়া যাওয়াই মূল কারণ বলিয়া মনে করিতেছে তাহারা। ৫৯ শতাংশ মানুষ মনে করিতেছেন, কাজের জায়গায় কোনও সমস্যা হইতে পারে। প্রায় সম পরিমাণ মানুষ মনে করিতেছেন, আগামী দিনে চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ অনেকটাই বাড়িয়া যাইতে পারে। সেই বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখা মুশকিল। করোনা পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যদের শরীরস্বাস্থ্য নিয়া চিন্তায় রহিয়াছেন প্রায় ৫৮ শতাংশ মানুষ।

আর্থিক সমস্যা নিয়া এই উদ্বেগ যে একেবারেই অমূলক নয়, তাহাও স্পষ্ট হইয়াছে সমীক্ষা থেকে। জানা গিয়াছে, সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ৭৯ শতাংশ মানুষই বলিয়াছেন, গত দু'বছরে করোনা পরিস্থিতির কারণে তাঁহাদের রোজগার কমিয়াছে অনেকটাই। করোনা আসার আগে কেউ কেউ যাহা রোজগার করিতেন, এই দু'বছরে তাহার তিনভাগের একভাগও আয় করিতে পারেননি। তবে সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে কিছু ইতিবাচক দিকও উঠিয়া আসিয়াছে। আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থেকেই নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়িয়াছে। এখন প্রতি চার জনের মধ্যে তিন জনই সঞ্চয়ের ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে চিন্তাভাবনা করিতেছেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। করোনা-পর্ব শুরু হইয়াছিল ২০২০ সালের মার্চ থেকে। গত বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের শুরু থেকেই সঞ্চয় বাড়ানোর প্রবণতা ধরা পড়িয়াছে সমীক্ষায়। কিন্তু করোনা পর্বে এই পরিস্থিতি খানিকটা হইলেও বদলাইয়াছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে ওই সমীক্ষায়। একথা অনস্বীকার্য যে, করোনার ভয়াবহতা কাটাইয়া মানুষকে আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। পৃথিবীতে সৃষ্টি যেমন আছে, তেমনি প্রলয়ও থাকিবে এটা চিরন্তন সত্য। সৃষ্টি এবং প্রলয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছি আমরা। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বাঁচিবার কোন উপায় নাই। একমাত্র প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রাখিতে পারিলেই পৃথিবীতে বসবাস অযোগ্য হইয়া ওঠা সম্ভব হইবে। সৃষ্টির সবচেয়ে উন্নত প্রাণী মানুষ। মানুষ ইচ্ছা করলেই প্রকৃতিকে খুশি রাখিতে সক্ষম। প্রকৃতির উপর অনাচার অত্যাচার বন্ধ করিবার মধ্য দিয়াই মানবসভ্যতাকে যুগ যুগ ধরিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখিতে হইবে আমাদের এই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

'নির্দলদের ইন্ধন দিলে নাম কেটে দেব', দলে হুঁশিয়ারি মমতার

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি. স.) : নজরুল মঞ্চের সভা থেকে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধদের কড়া বার্তা দিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দলরা তো বটেই তাঁদের যারা সমর্থন করবেন, সেইসব নেতাদেরও মঙ্গলবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

তাঁর সাফ কথা, "কিছু নেতা নির্দলদের বগলে করে ঘুরছে। নির্দল প্রার্থীদের গাড়িতে নিয়ে ঘুরছে, ছবি তুলছে। এদের বারবার বলা সত্ত্বেও কাজ হচ্ছে না। কিছু লোকজনকে ইতিমধ্যেই সতর্ক করা হয়েছে। ৭-৮ জনের নাম আমার কাছে আছে। সাফ কথা, যারা নির্দলদের ইন্ধন দিচ্ছেন, তাঁদের প্রথমে সতর্ক করা হবে, তারপর শোকজ করা হবে, দু'বার শোকজ হয়ে গেলে সোজা নাম কেটে দেব। এদিন নজরুল মঞ্চের সভা থেকে তৃণমূলনেত্রী জানিয়ে দেন, "তৃণমূল ভদ্রতা করে বলে অনেকে আমাদের দুর্বল ভাবতে শুরু করেছিল। প্রত্যেকের খবর আমাদের কাছে আছে। দলের প্রার্থীকে হারিয়ে নির্দল নিয়ে ঘোরা! কীসের জন্য নির্দলকে সমর্থন? যেখানে দলের প্রার্থী নেই সেখানে কাউকে সমর্থন করাই যায়, সেটা দল ঠিক করবে। দলের প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও কেন নির্দল হয়ে লড়াই করা? নির্দল হয়ে দলের প্রার্থীকে হারাচ্ছে। আপনার কী ভাবেন তৃণমূল দুর্বল হয়ে গিয়েছে? সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে দলের নেতাদের হুটহাট বিবৃতি দেওয়া নিয়েও এদিন ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন তৃণমূল নেত্রী। মমতার সাফ কথা, "উলটো-পালটা বলে ভাইরাল হওয়া চলবে না। আপনাদের শেষ সুযোগ। যদি মনে করেন আপনি জিতে দলকে কৃতার্থ করেছেন, তাহলে আপনার জন্য দলের রাস্তা খোলা আছে। তৃণমূল কংগ্রেস দল করলে আদর্শ নিয়ে করতে হবে। লড়াই করতে হবে। তৃণমূলের আদর্শ নিয়ে চলতে হবে। নজরুল মঞ্চ থেকে মমতার দেওয়া এই বার্তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত, সদ্য শেষ হওয়া ১০৮ পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীই হয়ে উঠেছেন নির্দলরা। আসন সংখ্যার নিরিখে বাম-কংগ্রেস এবং বিজেপি-কে টপকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন এই নির্দল প্রার্থীরাই। বলা বাহুল্য, দলের বিক্ষুব্ধ এই নির্দল প্রার্থীদের জয়ের পিছনে দলের নেতাদেরই একাংশের ইন্ধন ছিল। সেইসব নেতাদের এদিন স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলেন দলনেত্রী।

বিমানবন্দরে বিক্ষোভ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের বারাণসী থেকে ফেরার সময় মুখ্যমন্ত্রীর বিমান বিভ্রাটের ঘটনার প্রতিবাদে আজ দমদম বিমানবন্দরে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিমানে কেন বারবার বিভ্রাটের ঘটনা ঘটছে, সেই প্রশ্ন তুলে আজ এয়ারপোর্ট অথরিটির সামনে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা।বারাণসী থেকে ফেরার সময় মাঝ আকাশে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান বিভ্রাট হয়। এয়ার টার্বুল্যান্সে পড়ে একধাক্কায় কয়েক হাজার ফুট নিচে নেমে আসে বিমান। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী। পরিষ্কার আকাশ, তাও হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীর বিমান-বিভ্রাটে আতঙ্ক ছড়ায়। যাত্রীদের মধ্যে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। এই ঘটনায় আবহাওয়ার কারণ দেখিয়েছিল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। তবে গতকাল বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আবহাওয়ার গোলযোগ নয়, তাঁর বিমানের সামনে চলে এসেছিল অন্য একটি বিমান। সংঘর্ষ এড়াতে আচমকা নামাতে হয় বিমানটিকে। প্রায় ৮ হাজার ফুট নামাতে হয় বিমানটিকে। ওটি দক্ষতার সঙ্গে পাইলট তা করতে পারায়, বেঁচে যায় বিমান। এই ঘটনার প্রতিবাদেই আজ বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কর্মীরা।

উত্তরপ্রদেশের ভোটকথা

কাঞ্চন বসু

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে শুরু হয়েছে পাঁচ রাজ্যের ৬৯০টি বিধানসভা আসনে নির্বাচন। দেশের মোট ৪ হাজার ১২১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৬৯০টি, মাত্র ১৭ শতাংশ আসনের ভোট। তা সত্ত্বেও এই নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মণিপুর, পাঞ্জাব, গোয়া,উত্তরাখণ্ডের মতো ছোট চারটি রাজ্যের সঙ্গে ভোট হচ্ছে উত্তরপ্রদেশেও। আজ ছিল শেষ দফার ভোট।

কথায় আছে, দিল্লি যাওয়ার রাস্তাটা উত্তরপ্রদেশ হয়ে। ভারতের ১৫ জন প্রধানমন্ত্রীর ৯ জন নির্বাচিত হয়েছেন এই রাজ্য থেকে। যে দুটো আন্দোলন ভারতের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বদলে, গিয়েছে "মন্দির" এবং 'মণ্ডল', দুই আন্দোলনেরই পীঠস্থান উত্তরপ্রদেশ। ৪০৩টি বিধানসভা আসন, ৮০টি লোকসভা আসন, এই রাজ্য থেকে নির্বাচিত হন ৩১জন রাজ্যসভার সাংসদ। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের মোট ভোটের মূল্য ৮৩ হাজার ৮২৪।

গত পাঁচ বছর ধরে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র কাছে উত্তরপ্রদেশ একটা হিন্দু মডেলএর পরীক্ষাগার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথায়, "এতিহ্যের সঙ্গে উন্নয়নের মিশেল।" এই মডেল কার্যকর করারজন্য যোগী আদিত্যনাথকেই যোগ্য ব্যক্তি মনে করেছিল রাসীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এবং বিজেপি। তাই তাকে মুখ্যমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়। গত পাঁচ বছরে তার কর্মদক্ষতা কেমন? বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব কিন্তু যোগী আদিত্যনাথের কাজে খুবই সন্তুষ্ট। যদিও তার কাছে আরএসএসের প্রত্যাশা আরও বেশি। তাদের পরবর্তী লক্ষ্য আগামী ২৫ বছরের মধ্যে রাম রাজ্য, প্রতিষ্ঠা করা। প্রত্যেক ভাষণে তাই যোগী আদিত্যনাথ গর্ব করে বলেন, রামমন্দির (ঐতিহ্য) এবং এক্সপ্রেসওয়ে বা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (উন্নয়ন)-এর কথা। "রাম রাজ্য" বা হিন্দু মডেল"-এর (সোশ্যাল জাস্টিস) মডেল। এই 'সামাজিক ন্যায়' মডেলের থেকে হিন্দু মডেলে যে কয়েকগুণ ভালো, তা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হয়েছে মোদি এবং যোগীকে। তাদের দাবি, সমাজবাদী পার্টি স্রেফ কয়েকটি জাতের সুযোগসুবিধার দিকে নজর দেয়। কিন্তু তারা সব জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করছেন।

বিজেপির দাবি, গতপাঁচ বছরে উত্তরপ্রদেশে সামাজিক সাম্য এবং সানদায়িক সনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দাবির সপক্ষে তাঁরা দেখিয়ে দেন অ-যাদব নিম্ন সম্প্রদায় এবং দলিলদের সমর্থনকে। গত কয়েক বছরে এই সমর্থন জোগাড় করতে সফল হয়েছে বলে দাবি করে গেরুয়া শিবির। কিন্ত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পরেই ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ল। বেশ কয়েকজন বিধায়ক বিজেপি ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এই বিধায়কদের রাজনৈতিক সাফল্য নির্ভর করে অ-যাদব নিম্নবর্গের মানুষের সমর্থনের ওপর। তাদের পদত্যাগের কারণ অনুসন্ধান করলে বোঝা যায়, ওই বিধায়কদের নিজেদের নির্বাচনী ক্ষেত্রের মানুষই বিজেপি শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। আসলে নিম্নবর্গের মানুষের জন্য বিজেপি সরকার যে যে কাজ করার দাবি করছে, তার সঙ্গে বাস্তবের অনেক ফারাক। যোগী আদিত্যনাথ দাবি করেছেন, উত্তরপ্রদেশে নারীরা সুরক্ষিত, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালে উত্তরপ্রদেশে ৯,৮৬৪টি শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে। নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ২০১৮ সালে ৫৯,৪৪৫টি, ২০১৯ সালে ৫৯৮৫৩টি এবং ২০২০ সালে ৪৯,৩৮৫টি। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। নিম্নবর্গের মানুষের ওপর হওয়া যে কোনো অবিচারের পিছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চবর্গের মানুষকেই দোষী হিসাবে পাওয়া গিয়েছে। সবক্ষেত্রেই দোষীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ঠিক এই কারণেই নিম্নবর্গের মধ্যে বিজেপির প্রতি ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তাদের ক্ষোভ আরও বেড়েছে বিজেপি আর্থ সামাজিক জাতিভিত্তিক জনগণনার বিরোধিতা করায়। নিম্নবর্গের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, জাতিভিত্তিক জনগণনা না হওয়া পর্যন্ত তারা ভালো জায়গায় পড়ার বা কাজ করার সুযোগ পাবেন না। "সামাজিক সাম প্রতিষ্ঠিত হবে না। রাজ্য সরকার দ্বারা গঠিত সোশ্যাল জাস্টিস কমিটি ওবিসিদের জন্য তিনভাগে ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের প্রস্তাব দিয়েছিল। এর মধ্যে ৭ শতাংশ পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য, ১১ শতাংশ আরও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য এবং ৯ শতাংশ সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য। কিন্তু যোগী সরকারই এই প্রস্তাব মানেনি। নিম্নবর্গের মানুষ চান সুরক্ষা, সম্মান, উন্নয়ন। তারা এই অধিকার শুধুমাত্র হিন্দু একোর জন্য ছাড়তে রাজি নন। "হিন্দু এক্য" তাদের কাছে "অলীক কল্পনা" যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভেদাভেদ আরও দৃঢ় করে। বিজেপি যে "সামাজিক জোট' তৈরি করতে চেয়েছিল, হিন্দুদ্বের ভগবস্তুপের তলায় সেই "সামাজিক জোট" চাপা পড়ে গিয়েছে। তবে বিজেপির মতো একটি দলের মূল গঠনতন্ত্র বড়লোক-রা তৈরি করেন, সেখানে 'ছাটলোক'দের স্বার্থ কতটা রক্ষার চেষ্টা হবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

দেশের ৮৪ জন পুঁজিপতিদের ৭৯ জনই টাকার থলি নিয়েবিজেপির পিছনে দাঁড়িয়েছে। কারণ তাঁরা বুঝে গেছেন যে, নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপির মতো এত ভালো পলিটিক্যাল ম্যানেজার পাওয়া যাবে না। ফলস্বরূপ, একচেটিয়া মালিকদের কাছে দেশের যাবতীয় সম্পদ তুলে দিচ্ছে। এবার যোগীর লড়াইটা অত সহজ হবে না। তার কারণ, রাজের দলির ও মুসলিম ভোট, যা বিজেপির পাওয়ার আশা বেশ কম। ২০১৭ সালে 'তিন তালাক' বিল নিয়ে মুসলিম মহিলাদের ভোট পেয়েছিল গেরুয়া শিবির। এবার সেটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এর ওপর আছে "দেশে এক আইন" চালুর মরিয়া প্রচেষ্টা, যা নিশ্চিতভাবেই মুসলিমদের আনন্দ দেবে না।

যোগী আদিত্যনাথ রাজনীতির আঙিনায় তার গেরুয়া বসন এবং বচন কখনই লুকিয়ে রাখেননি। যে কারণে ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য তথা উত্তরপ্রদেশের এই মুখ্যমন্ত্রী যখন রাজ্যের নির্বাচনকে '৮০:২০' যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন তখন অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। এই অনুপাত আসলে রাজ্যে হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতের একটি সুস্পষ্ট উল্লেখ। ৮০ শতাংশ' মানে জাতীয়তাবাদ, সুশাসন ও উন্নয়নের সমর্থক আর বাকি '২০ শতাংশ' রামজন্মভূমির বিরুদ্ধে এবং সন্ত্রাসীদের প্রতি উত্তরপ্রদেশ সরকারের একটি সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপন প্রচারকে আশঙ্কাজনকভাবে প্রকাশ্যে এনেছে: একটি ফ্রেমে একটি যুবক বিদ্বেষপূর্ণ চোখে একটি ভুলন্ত পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করছে, অন্য ফ্রেমে সেই একই মানুষ হাতজোড় করে, ক্ষমা প্রার্থনারত। এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যোগী আদিত্যনাথ ক্ষমতায় আসার পর উত্তরপ্রদেশে অর্থাৎ ২০১৭ সালের পরের রূপান্ত বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, যেখানে "৮০ শতাংশ" আইন মেনে চলা "জাতীয়তাবাদী"দের আর "২০ শতাংশ' "দাঙ্গাকারী"দের থেকে ভয় পেতে হবে না, কারণ যোগীরাজ্যে সেই ২০ শতাংশ"কে মোক্ষম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এই ৮০:২০ সংখ্যাগরিষ্ঠ আখ্যানটি তিন দশকের সংঘাতপূর্ণ ইতিহাসের ওপর নির্মিত, যেখানে উত্তরপ্রদেশের অশান্ত রাজনীতিকে দাহ্য ধর্মীয় এবং বর্ণের ভোটব্যাঙ্কে আবদ্ধ করা হয়েছে। নয়ের দশকে অপ্রতিরোধ্য হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসী দল হিসাবে বিজেপির উনের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখায় "সমাজবাদী পার্টি" এবং "বহুজন সমাজ পার্টি" বর্ণ একীকরণের আকারে। উভয় দলই জাতিভিত্তিক, একটি 'স্বাভাবিক মিত্র' হিসাবে দেখেছিল। মুসলিম ভোটারদের প্রতিযোগিতামূলক আচরণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় ইসলামিক ধর্মগুরু এবং অপরাধী রেকর্ডসহ জেলার শক্তিশালী নেতৃত- বিজেপির পক্ষে সহজ হয়ে গিয়েছে হিন্দুদের ভীত করে তুলতে এবং নিরাপত্তাহীনতার শিকার করা তুলতে। আশ্চর্যজনকভাবে যোগী আদিত্যনাথের ৮০:২০ হিসাবটি এমন সময় আসছে, যখন বিজেপি তার গুরুত্বপূর্ণ অ-যাদব ওবিসি ভোটারদের ধরে রাখার জন্য লড়াই করছে, যারা প্রায় মোট ভোটারদের ৩৫ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের মধ্যে সিংহভাগ জাঠ। তারা মুলত পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কৃষক। অতীতে দেখা গেছে, লোকদল"। ২০১৪ সালের পর থেকে এখানকার জাঠ ভোটের সিংহভাগ বিজেপির কাছে গিয়েছে। এবার সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় লোকদল (আরএলডি)-র সঙ্গেই জোট সেরে ফেলেছেন। ফলে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে ক্ষুব্ধ জাঠ ও মুসলিমরা যদি এই জোটের পক্ষে ভোট দেন, তাহলে মোদি-যোগীর সমূহ বিপদ। তাই মোদি আবার কৃষকদের মন পেতে তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেও কৃষকরা প্রবলভাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু মোদি তখন কৃষকদের বছরে ছয় হাজার টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং দুই কিস্তির চার হাজার টাকা দিয়ে দেন। এরপর কৃষকদের ক্ষোভ উধাও হয়ে গিয়েছিল। এবার তিনটি কৃষি আইন বাতিলে কৃষকদের ক্ষোভ উধাও হয় কিনা তা সময়ই বলবে। তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে মুজফ্ফরনগরে কিষাণ মহাপঞ্চায়েতের দিন দেখা গিয়েছিল, জাঠ কৃষকদের আপ্যায়নে মুসলিম ধর্মাবলম্বী কৃষকরা রাস্তায় মিষ্টি বিতরণ করছে। জাঠ ও মুসলিম কৃষকদের এঁক্যে হাত মিলিয়েছে গুজ্জররাও। এই এক্য কি শুধুমাত্র ঠাকুর ব্রাহ্মণ জোট দিয়ে ভাঙা যাবে? অখিলেশ যাদব একটা কাজ সাফল্যের সঙ্গে করেছেন। সেটা হল, বহুকেন্দ্রিক একটি নির্বাচনকে দ্বিমুখী নির্বাচনে পরিণত করেছেন। বিজেপি তাতেই চিন্তিত বেশি। কারণ বিজেপির ৩০০ পার করা তখনই সম্ভব যখন বিরোধী ভোট ভাগ হবে এবং অখিলেশ এই নির্বাচন লড়ছেন উন্নয়ন, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি এইসব দৈনন্দিন প্রয়োজনের কথা বলে।

আবার 'লড়কি হু, লড় সকতি হু' স্লোগান দিয়ে এবং ৪০ শতাংশ মহিলা প্রার্থী দাঁড় করিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ছয় শতাংশ ভোট পাওয়া কংগ্রেসকে উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে আলোচনায় ফিরিয়ে এনেছেন। প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে সামনে রেখে কংগ্রেস পাখির চোখ মহিলা ভোটব্যানের ওপর। প্রথম তালিকায় কংগ্রেস ১২৫ জনের মধ্যে ৫০ জন মহিলাকে প্রার্থী করেছে। উন্নাও-এর নির্যাতিতার মাকে দাঁড় করানো নিঃসন্দেহে একটি মোক্ষম চাল। মনে হয় কংগ্রেস ভোট কিছুটা হলেও বাড়বে। অন্যদিকে বহুজন সমাজ পার্টি (বসপা)-র নেত্রী মায়াবতী এবং মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন পার্টির নেতা আসাউদ্দিন ওয়েইসির কর্মতৎপরতায় এটা স্পষ্ট, তারা বিজেপির শত্রু নন। নির্বাচনে। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক য়্যালায়েল (এনডিএ) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), আপনা দল (সোনেলাল) এবং নিশাদ পার্টি জোটবদ্ধ হয়ে লড়ছেন। সমাজবাদী পার্টি এবং জোট সমাজবাদীপার্টি, প্রগতিশীল সমাজবাদী পার্টি (লোহিয়া), মহান দল, জনবাদী পার্টি (সমাজবাদী), আপনা দল (কামেরবাদী), রাষ্ট্রীয় লোকদল (আরএলডি), সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টি এবং জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির মধ্যে একটি জোট। ভাগীদারি পরিবর্তন মোর্চা, অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমমীন, জন অধিকার পার্টি, ভারত মুক্তি মোর্চা, জনতা ক্রান্তি পার্টি এবং ভারতীয় ক্রান্তি সমাজ পার্টি জোটবন্ধ হয়ে প্রতিদবন্বিতা করছে। আম আদমি পার্টি (আপ), জনতা দল (ইউনাইটেড), শিবসেনা, জনসন্তা দল (লোকতান্ত্রক), বিকাশশীল ইনসান পার্টি, লোকজনশক্তি পার্টি (রামবিলাস), আজাদ সমাজ পার্টি জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করছে। বামফ্রন্ট- ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মোর্কসবাদী-লেনিনবাদী), অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক যেমন একসঙ্গে লড়াই করে তেমনই করছে। বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছে। উত্তরপ্রদেশ নিয়ে পূর্বানুমান দুরূহ কাজ। প্রথমত রাজ্যের বিশাল বিস্তার। দ্বিতীয়ত বিশাল জনসংখ্যা। উত্তরপ্রদেশকে স্বতন্ত্র একটি দেশ হিসেবে ধরলে জনসংখ্যার বিচারে তা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম দেশ হত। চিন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়ার পরেই থাকত উত্তরপ্রদেশ (২৪,১০,৬৬,৮৭৪ জন)। পাকিস্তানের চেয়েও জনসংখ্যা বেশি। ভৌগোলিক বিস্তারের প্রশ্নে উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের শুরু দিল্লি থেকে। পূর্বাঞ্চলের শুরু বিহার থেকে। বুন্দেলখণ্ড শুরু হয় মধ্যপ্রদেশ সীমান্ত থেকে। বাকিটা মধ্য উত্তরপ্রদেশ। মধ্য উত্তরপ্রদেশে রাজধানী লক্ষ্ণৌ সহ মোট ২১টি জেলার ১১৮টি বিধানসভা আসন। মধ্যাঞ্চলের মানচিত্রেই রয়েছে লক্ষ্ণৌ, আমেথি, রায়বেরেলি, কানপুরনগর, কানপুর দেহাত, সরযূ নদীর খেরি, উন্নাও, হাথরস, মৈনপুরী, সুলতানপুর, হরদোই, সীতাপুর, বারাবঙ্কি, আম্বেদকরনগর, ফৈজাবাদ (অধুনা অযোধ্যা), গোন্ডা, বলরামপুর, শাস্ত্রী, ফারুকাবাদ, এটা, এটাওয়া, ঝাসি, সাহেবা, ললিতপুর, হামিরপুর প্রমুখ জেলা। গত দশ বছরের ভোটের তথ্য সামনে রাখলে দেখা যাবে, সংশিষ্ট ১১৮ আসন যখন যে দলকে সমর্থন করেছে, কার্যত জলস্রোতের মতো মতো সমর্থন করেছে। মধ্যাঞ্চলের ভোটের বিশেষত্ব এটাই। বিগত দুটি নির্বাচন সাক্ষী, মধ্যাঞ্চলের ভোট যেখানে পড়েছে, তারাই লক্ষযৌ-র তখত দখল করেছে। ২০১২-তে যেমন করেছিল সমাজবাদী পার্টি, ঠিক তেমনই ২০১৭-তে বিজেপি। ২০১২ সালের নির্বাচনে মধ্যাঞ্চলের ১১৮টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছিল ১০টি। ২০১৭ সালে সেখান থেকে একধাক্কায় ৯৭টি আসন জয়। অন্যদিকে ২০১২-র ভোটে ৯০ আসন পাওয়া সমাজবাদী পার্টি (এসপি) ২০১৭-তে গোস্তা খেয়ে সটান নেমে আসে ১২টি আসনে। তৃতীয় পর্বে যে ৫৯ আসনে ভোট হল, পাঁচ বছর আগের নির্বাচনে তার মধ্যে এসপি জিতেছিল মাত্র ৯টি আসনে, বাকি ৫০টি আসনে গেরুয়া পতাকা উড়েছিল। মধ্যাঞ্চলের যে কটি আসনে ত্রিমুখী

প্রতিদন্বিতা হয়েছিল, তার সুফল হিসাবে ২০১২ এবং ২০১৭-র ভোটে ছয়টি করে আসন ঘরে তুলেছিল মায়াবতীর বিএসপি। অর্থাৎ ফলিত বাস্তব হল, মধ্যাঞ্চলের ২১টি জেলার মধ্যে ১৭টি জেলার একমুখী ভোট যার দিকে পড়ে রাজ্যে ক্ষমতার ব্যাটিন তার হাতে ন্যস্ত হয়। সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে মধ্যাঞ্চল যেমন গুরুত্বপূর্ণ "বিষয়" আর্থ সামাজিক অভিমুখ থেকে নির্বাচনের ইস্যু তৈরির প্রশ্নেও এই অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। ভোটে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার (অ্যান্টি ইনকামবেলি) ছাপ স্পষ্ট হলে ভোট পণ্ডিতদের অনেকে ধরে নেন, সেখানকার মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বেশি। যদিও এমন তত্ব নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। কেরল বা উত্তরপ্রদেশে পাঁচ বছর অন্তর গদি উল্টে যায় বলে সেখানকার ভোটাররা বেশি সচেতন, আবার বিহার বা পশ্চিমবঙ্গে গদি স্থানুবৎ থাকে বলে সেই রাজ্যেবসা র রাজনৈতিক সচেতনতা কম, এমনটা ভাবা মূর্খামি।

তবে উত্তরপ্রদেশের মধ্যাঞ্চল একজোট হয়ে শাসকদলকে যে শিক্ষা" দেয়, অতীতের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, চারটি জেলা বাদ দিলে মধ্যাঞ্চলের ভোটারকুল প্রার্থীর মুখ দেখে না, জাতপাত দেখে না, তারা দেখে শুধু দল। রাজ্যের সম্ভাব্য জয়ী দলের গন্ধ পান এবং সেই দূলকেই ভোট দেন। আরও পিছিয়ে গিয়ে মুলায়ম সিং কাঁসিরাম, মায়াবতীর জমানায় চোখ রাখলেও দেখা যাবে, নায়কের ভাবমূর্তিতে নয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বাস্তবতায় চালিত হয় "মধ্যাঞ্চল"। মিধ্যাঞ্চল- রাজনীতির কারবারিদের স্পষ্টভাবে বার্তা দেয়- - এক) লড়াই হবে দুখী, (দুই) ভোটার যে অভিমুখে যাবে, একপক্ষের আশা-আকাঙক্ষা চূর্ণ করে প্রতিপক্ষের দিকে স্রোতের মতো ধাবিত হবে। লক্ষৌ এবং অযোধ্যা, দুটি জেলার ভোট বিশ্লেষণ করলেই একমুখী ভোটের খণ্ডচিত্র ধরা পড়ে। লক্ষর ৯টি আসনের মধ্যে ২০১৭-র ভোটে আসনে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। শুধু লক্ষৌ জেলার মোহনলালগঞ্জ আসনে এসপি জয়ী হয়েছিল মাত্র ৫৩০ ভোটে বিএসপি প্রার্থীকে হারিয়ে। ২০১২ সালে লক্ষৌর ৯টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছিল শুধু ১টি, লক্ষ পূর্ব কেন্দ্রে, মালিহাবাদ, বক্সীতলা, সরে গর ও মোহনলালগঞ্জত চার আসন বাদ দিলে বাকি পাঁচ আসনে লক্ষ উত্তর, লক্ষ মধ্য এবং লক্ষ ক্যান্টনমেন্ট। দেখা যাক অযোধ্যা জেলার দিকে। জেলার পাঁচ আসন রুদৌলি, মিল্কিপুর, অযোধ্যা, বিকাপুর ও গৌঁসাইগঞ্জ। গত নির্বাচনে এই পাঁচ আসনেই জয়ী হয়েছিল বিজেপি। অথচ ২০১২ সালে গেরুয়া পতাকা উড়েছিল শুধু রুদৌলিতে। আসা যাক কানপুরে। কানপুর নগর জেলার ভোটে ভাগাভাগি হলেও কানপুর দেহাতের ভোটের প্রবণতা একমুখী। যাওয়া যাক সীতাপুরে। ২০১২ সালের ভোটে এই জেলায় একটি আসনও বিজেপি জেতেনি, ৯টির মধ্যে ৭টি আসন জিতেছিল এসপি, ২টি আসন জিতেছিল বিএসপি। ২০১৭ সালে ৭টি বিজেপির অনুকূলে চলে আসে। একই অবস্থা উন্নয়নে । ২০১২ সালে ঝুলিতে একটি আসন না থাকলেও জেলার মোট ৬টি আসন পাঁচ বছর আগে লাইন দিয়ে বিজেপিতে চলে আসে। আন্দেদকরনগর জেলার টি আসনই ২০১২ সালে জিতেছিল এসপি। ২০১৭ সালে পাঁচটি আসনই ছিনিয়ে নেয় বিজেপি। বারাবাকি জেলার ৫ আসনে ২০১২ সালে জিতেছিল এসপি, ২০১৭-তে সব আসনই জেতে বিজেপি। অনুরূপ চিত্রপট একদা কংগ্রেসের অভয়ারণ্য বলে পরিচিতি রায়বেরিলি কেন্দ্রেও।

এবার দেখা যাক চার মাস আগে আলোড়ন ফেলে দেওয়া জেলা লখিমপুরের পরিস্থিতি। চার কৃষক সহ একজন সাংবাদিকের গাড়ির চাকায় পিষে মারার রক্তের দাগ এখনও লখিমপুর খেরিতে দগদগ করছে। কৃষকের রক্তের বিপরীতে সেখানে শাসক দলের ক্ষমতার আস্ফালন এবং অহঙ্কার জুড়ে আছে এই ভোটে। বিজেপি নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে অজয় মিশ্র ওরফে টেনিকে অপসারণ করলেন না তো করলেনই না। মন্ত পুত্র আশিসকে নামমাত্র গ্রেফতার করে দ্রুত তার জামিন মঞ্জুর করা হল। কারণটা জলবৎ তরলং। লখিমপুর জেলার ৮টি আসনে টেনি পরিবারের দুর্দমনীয় প্রভাব। ৪টি আসন এসপির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ২০১৭র ভোটে টেনির সৌজন্যে জেলায় ৮টি আসনেই উড়েছিল গেরুয়া পতাকা। এটাওয়া, আউরাইয়া, ফারুকাবাদ, গোন্ডা, শাস্ত্রী, অযোধ্যা, কানপুর দেহাদ সহ মধ্যাঞ্চলের অধিকাংশ জেলার ভোটের প্যাটার্ন মোটের ওপর এক থাকে কেন? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন "ক্রোটিং বা ভাসমান ভোট' মধ্যাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। ক্ষমতায় কোন দল আসতে চলেছে, সেটা মধ্যাঞ্চলের ভোটাররা নাকি আগাম অনুমান করতে পারেন। চতুর্থ পর্বে যেসব আসনে ভোট হয়েছে, সেখানে প্রতিষ্ঠানবিরোধী ভোটের প্রবণতা সর্বাধিক। পাঁচ বছর আগে জাতপাত নির্বিশেষে হিন্দু ভোটকে বৃহত্তর ছাতার নীচে জড়ো করে সব হিসাব পাল্টে দিয়েছিল বিজেপি। সাম্প্রতিক সময়ে বিজেপি ছেড়ে একগুচ্ছ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) নেতার এসপিতে যোগদান বুঝিয়ে দিয়েছে ওবিসি ভোট এবার ভাঙছেই। ”জাঠীদের এখনও নিরঙ্কুশ আধিপত্য নেই। ‘‘যাদব’ ও মুসলমান’’ ভোটও বিজেপির কাছে ব্রাত্য। “জাঠ” ভোটের বাক্সে যদি কৃষক আন্দোলন এবং ৭০০ জন কৃষকের আত্মহত্যার প্রতিশোধস্পৃহার প্রতিফলন ঘটে, বিজেপির তবে ঘোর দুর্দিন। আবার মায়াবতী যদি ২০১৭ সালে প্রাপ্ত সাড়ে ২২ শতাংশ ভোট নিজের ঝুলিতে ধরে রাখতে পারেন, তবে অখিলেশ যাদবের আরও দুর্দিন। আর্থ সামাজিকভাবে উত্তরপ্রদেশের মধ্যাঞ্চলের সুরতহাল কেমন? এক কথায় মর্মান্তিক! মোদি থেকে যোগী উন্নয়নের যতই ধ্বজা ওড়ান, খোদ কেন্দ্রীয় নীতি আয়োগের "সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গ্রোথ" (দৌর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন বৃদ্ধি" শীর্ষক সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, মানুষের দুবেলা ভরপেট খাদ্য- এতগুলি সূচকে দেশের বৃহৎ রাজ্যগুলির মধ্যে সব থেকে নীচে আছে উত্তরপ্রদেশ' বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যও উত্তরপ্রদেশের উপরে রয়েছে। নীতি আয়োগ এর রিপোর্টে আম্মেদনগর, ফৈজাবাদ, গোল্ডা, বলরামপুর, শাস্ত্রী ফারুকাবাদ, আউরাইয়া, এটা- সহ প্রমুখ বিস্তীর্ণ এলাকার গ্রামাঞ্চলে ন্যুনতম আয় থেকে শুরু করে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভাগ চাষ, দিনমজুরি ইত্যাদি বিভিন্ন সঙ্কটে বড় দুরদশায় বেঁচেআছেন সেখানকার মানুষেরা। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভিত্তরপ্রদেশের ৪৪ শতাংশ মানুষ দু'বেলা পেট ভরে খাবার থেকে বঞ্চিত।' তথ্য বলছে, উত্তরপ্রদেশের মধ্যাঞ্চলের ২৫ শতাংশ শিক্ষিত যুবকের হাতে কোনো কাজ নেই। এলাকার শিক্ষাব্যবস্থাপনা কার্যত, ত্তৃ অনেকদিন ধরে অবরুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা। উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের জাঠ বলয় ও ব্রজভূমিতে ভোট হয় জাঠতন্ত্র, আখ চাষ, দাঙ্গা ফ্যাসাদ এবং মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের সমীকরণ ঘিরে। পূর্বাঞ্চলের মূল ইস্যু দারিদ্র্য এবং গুন্ডা-গর্দি। কিন্তু মধ্যাঞ্চলে (ভোটের অন্যতম ইস্যু কর্মসংস্থান এবং আর্থিক উন্নয়ন। শহুরে ভোটাররা চান এমন এক সুস্থিত সমাজ, যেখানে তারা সুখের সংসারের চাবিকাঠি হাতে পাবেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরাও মনে করছেন, মধ্যাঞ্চলের এবার ৯৭টি আসন ধরে রাখা বিজেপির কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

১১৮টি আসনের মধ্যে ৯০টি আসন এসপি-আরএলডিজোটের অনুকূলে চলে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবেনা পাল্টেদিতে সিদ্ধহস্ত মধ্যাঞ্চল কি এবারও পাল্টে দেবে? উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার নিজামাবাদ কেন্দ্রটি এবার রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের কাছে লক্ষণীয়। এই কেন্দ্রে লড়াই মূলত সিপিআই(এন) প্রার্থী রাজীব যাদবের সঙ্গেই গতবারের বিজয়ী সমাজবাদীপার্টির প্রার্থী ৮৫ বছর বয়সী আলমবাদী-র সঙ্গে। রাজীব যাদব উত্তরপ্রদেশে সিএ ও কৃষক আন্দোলনের অন্যতম মুখ। এছাড়া আজমগড় অঞ্চলটি বহু বছর যাবৎ রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের শিকার। উত্তরপ্রদেশের যে কোনো অঞ্চলে কোনো ঘটনা ঘটলে প্রশাসন আজমগড়ের কোনো না কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের পাশপোর্ট পেতে প্রশাসন চুড়ান্ত অসহযোগিতা করে। আজমগড়ের মানুষ দারিদ্র্য ও অশিক্ষার কারণে প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে পারেন না। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ হাইকোর্ট এবং দেশের সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন। এমনকী যোগী সরকারের সিএএর বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে জরী হয়েছেন রাজীব যাদব। এছাড়াও গুরুতূর্ণ বিষয় হল, যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী হয়েই তার বিরুদ্ধে করা সম ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার করিয়েছিলেন। কিন্তু ২০১২ সালে রাজীব যাদবের তৈরি তথ্যচিত্র স্যাফরনী ওয়ার-এ দেখা যায় যোগী আদিত্যনাথেরগুৃ নেতৃত্বে কীভাবে ধর্মের অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে এইসব মামলার একমাত্র প্রমাণ এই তথ্যচিত্রটি। স্যাফরনীওয়ার, তথ্যটিত্রটি আজও ইউটিউবে বর্তমান। এহেন লড়াকু প্রার্থী রাজীব যাদবের বিরুদ্ধে সমাজবাদী পার্টি প্রার্থী দিয়ে বিজেপি বিরোধিতা এবং সামাজিক ন্যায়ের স্লোগানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

(সৌজন্যে-দৈ: স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মহিলাদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়ার আহ্বান কাছাড়ের জেলাশাসক জল্লির

শিলচর (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : মহিলাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। বর্তমান যুগে সমাজ ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পুরুষের চেয়ে মহিলারা কোনও ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। মহিলারা যেমন পরিবারকে পরিচালনা করেন, ঠিক সেভাবে প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে আকাশেও উড়তে পারেন। এর জন্য মহিলাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। আজ মঙ্গলবার ডলুতে জেলা প্রশাসন ও সমাজকল্যাণ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এবং পালংঘাট শিবদুর্গা ক্লাবের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এ কথাগুলো বলেন জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। তিনি বলেন, বর্তমানে ভারতবর্ষে মহিলারা পুরুষের সমকক্ষ হয়ে কাজ করছেন। তার বাস্তব উদাহরণ তিনি নিজে জেলাশাসক, কাছাড়ের পুলিশ সুপার এবং বেশ কয়কটি বিভাগীয় পদে মহিলারা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। এছাড়া এবার কাছাড়ে সমাজকল্যাণ বিভাগ জাতীয়স্তরে সম্মান পেয়েছে মহিলা কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে। তবে কাজ করতে হলে নিজেদের প্রথমে শরীরের প্রতি নজর দিতে হবে। একই সাথে পরবর্তী প্রজন্মের মহিলাদের বুঝতে হবে, মহিলারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মক্ষমতা রয়েছে।

সভায় আইনজীবী গীতন নাথ বলেন, প্রত্যেক মহিলাকে তাঁদের কর্তব্যে নিজের অধিকার রক্ষা করতে ধীর মানসিকতা বজায় রেখে আইনের আশ্রয়ে চলা। তবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পুরুষদের চক্রান্তের শিকার করা সমর্থনযোগ্য নয়। এছাড়া জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক শাশ্বতী সোম বলেন, সরকার মহিলাদের পুষ্টিকর আহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। তার প্রধান কারণ হল মহিলাদের শারীরিকভাবে সক্ষম করে তোলা। তাছাড়া মহিলাদের আর্থিকভাবে সচ্ছলতার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নানা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ফ্যাকাল্টি প্লানিং কো-অর্ডিনেটর সাহিদ আলম চৌধুরী, ডলু গ্রাম পঞ্চায়েত সভানেত্রী সুজাতা সৎনামী, লালনপ্রসাদ গোয়ালা প্রমুখ।

উপস্থিত ছিলেন বড়খলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এসডিএমও ডা. গৌতম বণিক, ডলু হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ শুক্লা পাল। এদিন উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর জেলাশাসক প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। শেষে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য ১২ জন সুপারভাইজার, ২৮ জনকে পোষণ, ১৮ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাকে মানপত্র ও স্মারক তুলে দেন জেলাশাসক সহ অতিথিরা। এছাড়া একশো ছাত্রীকে হাওয়াই চপ্পল এবং পাঁচজনকে আমলা গুল প্রদান করা হয়েছে।

করিমগঞ্জে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির আন্তর্জাতিক নারীদিবস

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : নারী শোষণ আসলে শ্রেণি শোষণেরই অঙ্গ। সমাজে শ্রেণি বিভাজন যতদিন থাকবে নারী শোষণের অবসান হবে না। তাই শ্রেণি বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই না করে নারীমুক্তি সম্ভব নয়। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের পেছনে রয়েছে নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। প্রতি বছরের মতো এবারও করিমগঞ্জ শহরের শম্ভুসাগর পার্কে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির করিমগঞ্জ জেলা কমিটি আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তাদের আলোচনায় এই কথাগুলি উঠে এসেছে।

আলোচনা, গানে-স্লোগানে, কবিতায় মোড়া সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সুনন্দা চৌধুরী। সাম্প্রতিককালের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সমস্যা-জর্জরিত সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য, গার্হস্থ্য হিংসা, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা, নারীর অধিকার, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের সমস্যা, সম-মজুরি প্রদান ইত্যাদি সমস্যার কথা তুলে ধরে বক্তব্য পেশ করেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা সভানেত্রী নমিতা নাথ ও সম্পাদিকা মীরা চক্রবর্তী। তাঁদের বক্তব্যে নারী দিবস পালনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা সহ বর্তমান ভারতের শাসকশ্রেণির জাতপাত ধর্ম নিয়ে সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ, মনুবাদের ওপর ভিত্তি করে নারীকে পশ্চাদপদ করে রাখার ভাবনাকে সমাজে স্থায়ী ও পাকাপোক্ত করার প্রয়াস বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া শিক্ষা ও কাজের নিশ্চয়তা প্রদান, সমকাজে সম-মজুরি, বিভিন্ন প্রকল্পাধীন কর্মচারীদের নিয়মিত কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান, খাদ্য-স্বাস্থ্য-শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা, দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংবিধান রক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন দাবি করেছেন বক্তারা। পাশাপাশি নারী শ্রমিক সহ বৃহত্তর মহিলা সমাজের স্বার্থে এই মঞ্চ থেকে চলতি মাসের ২৮ এবং ২৯ সকল অংশের শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন সংগঠন আহূত সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট সফল করার জন্য জেলাবাসীকে আহ্বান জানানো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন অজপা চন্দ ও সোমা সূত্রধর। কবিতা পাঠ করেন দেবী দাসগুপ্ত এবং প্রয়াত মহিলানেত্রী সুকন্যা চৌধুরীর লেখা একটি কবিতা পাঠ করেন সুনন্দা চৌধুরী। নারী দিবস উদযাপনে ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড সুসজ্জিত মঞ্চ থেকে বিভিন্ন দাবিতে ঘন ঘন স্লোগানে মুখরিত হয় রাজপথ।

কাছাড়ে গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর

শ্রমিক, ডলু চা বাগানের মালিক এবং জেলাশাসকের মধ্যে স্বাক্ষরিত মউ

শিলচর (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : কাছাড় জেলার ডলু চা-বাগানে গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর স্থাপনের লক্ষ্যে ডলু টি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি (মউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। চা-বাগানের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী বিসিএসইউ, বিভিসিএম, সিআইটিইউ-এর মতো সংগঠনগুলি এই মউ চুক্তিতেও শামিল রয়েছেন।

চুক্তি অনুসারে শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায়ের নেতৃত্বে বরাক উপত্যকার জন্য একটি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য চা-বাগান প্রায় ২,৫০০ বিঘা জমি প্রদান করবে। চা-বাগানের শ্রমিকদের চাকরি রক্ষার জন্য একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যাতে জমির পরিমাণ হ্রাসের ফলে চাকরি হারাতে না-হয়। চুক্তিতে আরও বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পর চা বাগানের কর্মীদের সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করা হবে এবং সংস্থাটি কোনও কর্মীকে ছাঁটাই বা বাছাই করবে না। চা বাগানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত করেছে, চা বাগানের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি বাগানের খালি জমিতে সাত থেকে আট বছরের মধ্যে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ করে বাগানকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। কাছাড়ের জেলাশাসকের কার্যালয়ে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি সম্পর্কে সাংসদ রাজদীপ রায় বলেন, সরকার চা বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করছে। তাই একজন শ্রমিকও তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না। বিমানবন্দর প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি সাধারণ জনগণের কাছে তাঁদের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য আহ্বান জানান।

এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বলেন, গ্রিনফিল্ডের বিষয়টি টি-ম্যানেজমেন্টের সহযোগিতায় অগ্রগতি হচ্ছে। তাই তাঁদের অবশ্যই চুক্তির সমস্ত অনুচ্ছেদ অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করা হবে। জেলাশাসক জল্লি বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক উপলক্ষ, যেখানে সরকার একই সাথে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার পাশাপাশি উচ্চ পর্যায়ের বিনিয়োগে উদ্যোগ নিচ্ছে। এই মেগা প্রকল্পটি সফল করতে সকল স্টেকহোল্ডারদের সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেছেন জেলাশাসক। টি-এস্টেটের পরিচালক নমন অজিত সারিয়া চুক্তিটি পূরণ করবেন বলে কথা দিয়েছেন। সভায় অজিত সিং, রাজদীপ গোয়ালার মতো বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা জোর দিয়ে বলেন, চুক্তির ধারাগুলি পূরণ করা নিশ্চিত করার জন্য একটি পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা হবে।

দুর্গম এলাকায় ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের প্রমিলা বাহিনীর টহল

গুয়াহাটি, ৮ মার্চ (হি.স.) : গত কয়েকদিন ধরে ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি)-এর প্রমিলা বাহিনী অরুণাচল প্রদেশের ভারত-চিন সীমান্তবর্তী দুর্গম এলাকায় টহল দিচ্ছে। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের কীর্তি তুলে ধরতে কোনও কসরত ছাড়ছেন না, আন্তর্জাতিক পাহাড়ি দুর্গম অঞ্চলে টহল দিয়ে তার প্রমাণ দিচ্ছেন আইটিবিপি-র প্রমিলারা।আজ ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আজকের বিশেষ দিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্নজন নানা ধরনের অনুপ্রেরণামূলক ছবি ও গল্প শেয়ার করেছেন। এগুলির মধ্যে আইটিবিপি-র প্রমিলা বাহিনীর অরুণাচল প্রদেশের ভারত-চিন আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী দুর্গম অঞ্চলে টহলের এক ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশের মহিলা অফিসাররা অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তে পাহাড়, জঙ্গল, জলধারা অতিক্রম করে টহল দিচ্ছেন। ভারতের সীমান্তে টহল দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের সাথে লড়াই করে দেশবসীকে রক্ষা করা তাঁদের উদ্দেশ্য।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চিনের সাথে ৩,৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্টোল (এলএসি) সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইটিবিপিকে।

হরিণ শিকার করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু যুবকের

হাফলং (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : জঙ্গলে হরিণ শিকার করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটেছে এক যুবকের। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে ডিমা হাসাও জেলার মাহুর থানার অন্তর্গত হাংগ্রুমে। মাহুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বছর ২৭-এর যুবক লামলাং পামে তার বন্ধুদের সঙ্গে সোমবার রাতে হরিণ শিকার করতে হাংগ্রুম গ্রামের কাছে জঙ্গলে যান। সেখানে লামলাং পামে জঙ্গলের মধ্যে যেখানে হরিণ শিকারের জন্য লুকিয়েছিলেন সেখানে কিছু শব্দ হওয়ায় তাঁর সঙ্গীরা হরিণ ভেবে গুলি চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে লামলাং পামের। এদিকে মাহুর পুলিশ শিকার করতে গিয়ে লামলাং পামের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটার কথা জানালেও হাংগ্রুম গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, পাহাড় থেকে নীচে পড়ে মৃত্যু হয়েছে লামলাং পামের। ঘটনার খবর পেয়ে আজ মঙ্গলবার হাংগ্রুমের ঘটনাস্থলে যায় মাহুর থানার পুলিশ। শিকার করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ যুবক লামলাং পামে জেমি ফুটবল ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের ডেমনস্ট্রেটর পদে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে।

তৃণমূল কংগ্রেসে জয়প্রকাশের যোগদানের পর ট্যুইট তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি. স.) : মঙ্গলবার জয়প্রকাশ মজুমদার তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর আক্রমণাত্মক মন্তব্য করলেন বিজেপি-র বর্ষীয়ান নেতা তথাগত রায়।

তথাগতবাবুর কথায়, 'কি এক পদার্থ জোগাড় করে তাকে সহ-সভাপতি বানিয়েছিল কেডিএসএ গ্যাং'। পর পর ভোটে হারলেও, এত দিনে নাকি জীবাণুমুক্ত হল বঙ্গ বিজেপি। আর তারই সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি-র দায়িত্বে থাকা নেতাদের কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি।

বিজেপি-তে দীর্ঘ বিদ্রোহ-পর্ব কাটিয়ে মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের উপস্থিতিতে জোড়াফুল পতাকা হাতে তুলে দেন জয়প্রকাশবাবু। তা নিয়েই টুইটারে জয়প্রকাশ মজুমদারের ছেলের প্রশিক্ষণের সূত্রে পিকে-র সঙ্গে তাঁর সংযোগ নিয়ে কটাক্ষ ছুড়ে দেন তথাগতবাবু।

তৃণমূলে যোগ দিয়ে জয়প্রকাশবাবু যখন মমতাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন, সেই সময় টুইটারে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডাকে ট্যাগ করে তথাগতবাবু লেখেন, 'বিজেপি ত্যাগ এবং তৃণমূলে যোগদান জয়প্রকাশ মজুমদারের। এই প্রক্রিয়ায় ওঁর ছেলেরও যোগদান। বাবা বিজেপি-র সহ সভাপতি থেকে দলে যখন পচন ধরাচ্ছেন, সেই সময় ওই ছেলে প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে কাজ করছিলেন। কেডিএসএ গ্যাং কী ভাবে বিজেপি-র নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছে দেখুন। এটা সর্বসমক্ষে বলা প্রয়োজন।'

বিধানসভা নির্বাচনের আগে টলিপাড়া থেকে দলে দলে তারকাদের দলে যোগদান করানো নিয়ে আগেও কটাক্ষ করেছিলেন তথাগতবাবু। এ দিনও তার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তিনি লেখেন, 'কেডিএসএ গ্যাংয়ের এ সব নিয়ে ভাবার সময় ছিল না। তারা কামিনী-কাঞ্চন নিয়েই মশগুল। শোনা যায়, জয়প্রকাশ নাকি লাথি খাওয়ার জন্য বেশ কিছু টাকা খরচ করেছিল। শ্রাবন্তী, সব্যসাচী দত্ত, বাবুল সুপ্রিয়, রাজীব, তার পর এই! যাই হোক বিদায় তো হয়েছে' আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে!

নারী দিবসে দলের মহিলা কিছু প্রতিনিধির গুরুত্ব বাড়ালেন তৃণমূলনেত্রী

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি. স.) : নারী দিবসে দলের মহিলা কিছু প্রতিনিধির গুরুত্ব বাড়ালেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি দলের বর্ধিত রাজ্য কমিটির বৈঠক ডেকেছিলেন। সেই বৈঠকে দলের একাধিক দায়িত্বে মহিলা প্রতিনিধিদের উপরেই ভরসা রেখেছেন মমতা। মঙ্গলবার যেমন দেখা গেল, দলে গুরুত্ব বেড়েছে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কাকলি ঘোষদস্তিদার, মালা রায় এবং জয়া দত্তের। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমাকে তাঁর নিজের হাতে থাকা অর্থ দফতরের ভার দিয়েছিলেন মমতা। পরে দেখা যায় দলের সাংগঠনিক বৈঠকেও চন্দ্রিমার দায়িত্ব বাড়ানো হয়েছে। আগে থেকেই দলের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন চন্দ্রিমা। একটা সময় রাজ্য তৃণমূলের মহিলা শাখার সভানেত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন। নতুন দায়িত্ব হিসেবে মঙ্গলবার তাঁকে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটিতে রেখেছেন মমতা। একই সঙ্গে চন্দ্রিমাকে রাজ্য তৃণমূলের মহিলা শাখার সভানেত্রী হিসেবেও ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

দলের ছাত্র সংগঠনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের আর এক মহিলা প্রতিনিধি জয়াকে। ছাত্র সংগঠন করে উঠে এসেছিলেন তিনি। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভানেত্রীও ছিলেন। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘ সময়। তবে এ বার অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভা থেকে ভোটে দাঁড়িয়ে জিতে কাউন্সিলর হন। মঙ্গলবার জয়াকে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনে আরও গুরুত্ব দিয়ে চেয়ারম্যান করা হয়েছে।দায়িত্ব বেড়েছে তৃণমূলের দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ তথা কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়ের। তাঁকে দলের রাজ্য মহিলা সংগঠনের কার্যকরী সভানেত্রী পদে দায়িত্ব দিয়েছেন মমতা। কাকলি আগেও তৃণমূলের সর্বভারতীয় মহিলা সভানেত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। মঙ্গলবার তাঁকে সেই দায়িত্বেই বহাল রেখেছেন মমতা।দলের মহিলা প্রতিনিধিদের উপর মমতা কতখানি ভরসা করেন, মঙ্গলবার তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী। সোমবার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে বিজেপির হইহট্টগোলের প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, "রাজ্যপাল চলে যাচ্ছিলেন। গণতান্ত্রিক সঙ্কট হতে পারত। আমার বোনেরা সংবিধানকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ভাইয়েরা তো পিছনে ছিলেন। তবে এই প্রথম নয়, মমতা বরাবরই গুরুত্ব দিয়েছেন সংগঠন এবং সরকারে দলের মহিলা নেতা-কর্মীদের প্রতিনিধিত্বে। রাজ্যে বিধানসভা এবং লোকসভা ভোটে ৪০ শতাংশের বেশি মহিলা প্রার্থী দিয়েছিল তৃণমূল। এমনকি, লোকসভাতেও শতাংশের বিচারে এখন সবচেয়ে বেশি মহিলা সাংসদ রয়েছে মমতার দলেরই।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত

শিলচর (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : আজ মঙ্গলবার শিলচরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে মিছিল ও সমাবেশ। শিলচর মধ্যশহর সাংস্কৃতিক সংস্থার সভাকক্ষে দুপুর ১২টায় রেখা ভট্টাচার্য, মায়া বাকতি ও স্বাগতা চক্রবর্তীদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেছেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা দুলালী গাঙ্গুলি ও বিশিষ্ট লেখিকা স্বপ্না ভট্টাচার্য।

স্বপ্না ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে একবিংশ শতাব্দিতে মহিলাদের ওপর সংগঠিত পাশবিক নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুষ আধুনিকতার শীর্ষে পৌঁছলেও চিন্তাগত ক্ষেত্রে এখনও সমাজে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার প্রভাব যথেষ্ট। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ধ্যান-ধারণার বলি হচ্ছে মেয়েরা। তিনি এ-ও বলেন, বর্তমান সমাজে মেয়েদের পণ্য হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। ফলে মেয়েরা পাশবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা দুলালী গাঙ্গুলি আলোচনা সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, শিশু থেকে বৃদ্ধারাও আজ পাশবিক লালসার শিকার হচ্ছেন, দেশে এখনও বাল্য বিবাহের মতো কুপ্রথা চলছে। দুলালী বলেন, বরাক উপত্যকায় মহিলারা সামাজিক বৈষম্যের শিকারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সঙ্কটেরও শিকার হচ্ছেন নানাভাবে। বরাক উপত্যকার একমাত্র ভারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান কাছাড় কাগজ কল বন্ধ হওয়ার ফলে হাজার হাজার পরিবারে অর্থনৈতিক সঙ্কট নেমে এসেছে। সরাসরি এর প্রভাব পড়েছে মহিলাদের ওপর।এদিন একটি মিছিল মধ্যশহর সাংস্কৃতিক হল থেকে বেরিয়ে সেন্ট্রাল রোড, প্রেমতলা, শিলংপট্টি হয়ে সভাস্থলে পৌঁছে। সভায় স্বর্ণালী চন্দের সঙ্গীত পরিবেশন সহ স্বাগতা চক্রবর্তী স্বরচিত কবিতা পাঠ ও পাপিয়া সিকদার আবৃত্তিপাঠ করেন। বক্তব্য পেশ করেন শম্পা দে, হিল্লোল ভট্টাচার্য প্রমুখ।

স্বরাষ্ট্র সচিবকে হলফনামা দাখিলের নির্দেশ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.) : গ্যাংস্টার আবু সালেমের আবেদনের বিষয়ে মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র সচিবকে হলফনামা দাখিল করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ভারত ও পর্তুগালের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুসারে, তাঁর জেলের মেয়াদ ২৫ বছরের বেশি হতে পারে না। বিচারপতি সঞ্জয় কিশান কৌল এবং এমএম সুন্দরেশের বেঞ্চ স্বরাষ্ট্র সচিবকে পর্তুগাল কর্তৃপক্ষকে তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া আশ্বাস মানতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিনা তা উল্লেখ করে একটি হলফনামা দাখিল করতে বলেছে।এদিন আদালত জানিয়েছে, সালেমের আবেদনের বিষয়ে সরকারকে অবস্থান নিতে হবে।শীর্ষ আদালত স্বরাষ্ট্র সচিবকে এই বিষয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি হলফনামা দাখিল করার নির্দেশ জারি করে আগামী ১০ এপ্রিল পর্যন্ত মামলা স্থগিত করেছে।এদিকে, সিবিআই এই বিষয়ে একটি হলফনামা দাখিল করেছে যে ভারতীয় আদালত ২০০২ সালে তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া আশ্বাসে আবদ্ধ নয় যে গ্যাংস্টার আবু সালেমকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না বা ২৫ বছরের বেশি কারাদণ্ড দেওয়া হবে না।

পৈতৃক ভিটায় মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেয়ে আইনি আশ্রয় নিলেন নিলামবাজারের যুবক

নিলামবাজার (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : সারা জীবনের সঞ্চয় পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দিলেও, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। বসবাস করছেন নিকট-আত্মীয়ের বাড়িতে। সৎ-মা ও সৎ-ভাইদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বৃদ্ধ পিতা পুত্রকে ঘরে আশ্রয় দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীর। এমন-কি পৈতৃক সম্পতি থেকে বঞ্চিত রাখতে প্রবাসী ভাইয়ের নাম এনআরসিতেও তুলেনি সৎ-ভাইয়েরা। দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর প্রবাসে থেকে বাড়ি ফিরে পৈতৃক ভিটায় সান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতেই দিনযাপন করছেন সিঙ্গারিয়ার এক যুবক। সারা জীবনের সঞ্চয় পরিবারের হাতেই তুলে দিয়েছেন তিনি। অথচ পৈতৃক ভিটায় ন্যূনতম মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেয়ে আইনের আশ্রয় নিয়েছেন ভুক্তভোগী যুবক খসরুল ইসলাম। কম করেও সাবর-অসাবর প্রায় দুই কোটি টাকার অধিক মূল্যের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত রাখতে প্রবাসী ভাইয়ের নাম এনআরসিতেও তুলেনি ভাইয়েরা। নিলামবাজার থানা এলাকাধীন সিঙ্গারিয়া গ্রামের বাসিন্দা দক্ষিণ ভারত প্রবাসী খসরুল ইসলাম চাঞ্চল্যকর বঞ্চনার অভিযোগ তুলে করিমগঞ্জ আদালতে তিন ভাই ও এক প্রতিবেশী সহ চারজনকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করেছেন। ইতিমধ্যে নিলামবাজার পুলিশ মামলাটির তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে খবর।

জানা গেছে, প্রবাসী যুবক খসরুল ইসলামের মা নেই। রয়েছেন সৎ-মা ও তিন জন সৎ-ভাই। বৃদ্ধ বাবার বর্তমান বয়স প্রায় সত্তরের বেশি। বুড়ো বয়সে বাবাকে প্রভাবিত করে অভিযুক্তরা পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা থেকে খসরুলকে বঞ্চিত করার চক্রান্ত করে এনআরসিতেও তার নাম তুলেনি। অর্থাৎ সম্পদের মোহে নিজের ভাইকেও রীতিমতো অস্বীকার করতে বসেছেন তারা। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে সামাজিক বৈঠক বসলেও, কোনও সমাধানে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে।

সিঙ্গারিয়া গ্রামের আব্দুল নুরের ছেলে খসরুল ইসলাম পরিবারের মুখে অন্ন জুটাতে গত প্রায় কুড়ি বছর আগে দক্ষিণ ভারতে পাড়ি জমান। রোজগার করে নিয়মিত বাড়িতে টাকাও পাঠিয়েছেন বলে দাবি ভুক্তভোগী যুবকের। তাঁর রোজগারের টাকায় পরিবার জমি-সম্পত্তি বর্ধিত করার পাশাপাশি তিন বোনের বিয়ে দেওয়া হয়েছে, দাবি ভুক্তভোগী খসরুলের। কিন্তু গত কয়েক বছর আগে পরিবারের অজান্তে বিদেশে বিয়ে করায় বিপত্তি ঘটেছে। গত বছরের শেষ দিকে ওই যুবক বাড়িতে আসলে তিন ভাই তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি বলে মামলায় উল্লেখ করেছেন খসরুল ইসলাম। পরবর্তীতে সানীয় মাতব্বরদের মাধ্যমে বিচার-প্রার্থী হলে ভাইয়েরা পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা দিতে সম্মত হয়। কিন্তু তাঁরা খসরুলের ভাগ-বাটোয়ারার অংশ চিহ্নিত করে দিচ্ছে না। এ সম্পর্কে কথা বলতে গেলে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গারিয়া বাজারে খসরুলকে অন্যায়ভাবে তাঁর সৎ-ভাইয়েরা মারধর করেছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। আপনজনদের কাছে চূড়ান্ত লাঞ্ছনার শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত ওইদিনই করিমগঞ্জের মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রের আদালতে সৎ-ভাই ফখরুল ইসলাম, জামিল হুসেন, আবুল খয়ের, কামিল হুসেন ও প্রতিবেশী জয়নুল হক সহ মোট চারজনকে অভিযুক্ত করে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টাৰ পাশাপাশি পৈতৃক সম্পত্তির অংশিদারিত্ব থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্তের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন খসরুল ইসলাম। জানা গেছে, মামলাটি তদন্তের জন্য ইতিমধ্যে নিলামবাজার থানায় পৌঁছেছে।

মাজুলি বিধানসভা উপনির্বাচন : মোট প্রদত্ত ভোটের হার ৭১.৭৬ শতাংশ

গুয়াহাটি, ৮ মার্চ (হি.স.) : তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত ৯৯ নম্বর মাজুলি বিধানসভা উপ-নির্বাচনে মোট ভোটদানের হার বেড়ে হয়েছে ৭১.৭৬ শতাংশ। আজ মঙ্গলবার সকালে সর্বশেষ এই তথ্য দিয়েছেন অসমের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক নীতিন খাড়ে।এক প্রেস বিবৃতি জারি করে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক খাড়ে জানান, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর চূড়ান্ত ভোটারের উপস্থিতি ৭১.৭৬ শতাংশ বলে রেকর্ড হয়েছে। বিবৃতিতে নিতিন খাড়ে বলেন, ২০৩টি ভোটকেন্দ্রের সমস্ত পোলড ইভিএম কড়া নিরাপত্তার মধ্যে স্ট্রংরুমে সুরক্ষিত ভাবে রাখা হয়েছে। অপ্রত্যাশিত যে কোনও ধরনের ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

মাজুলি জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে কড় নজরদারি বজায় রাখা এবং গণনা পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জানান তিনি।

বিস্তারিত তথ্য দিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক আরও জানান, ১,৩৩,২২৭ জন ভোটারের মধ্যে ৯৫,৬০০ জন ভোটার সফলভাবে সমাপ্ত উপ-নির্বাচনে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

প্রসঙ্গত, ৯৫,৬০০ জন ভোটারের হাতে মাজুলি বিধানসভার উপ-নির্বাচনে তিন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ভর করছে। ৬৭,৮১৯ জন পুরুষ, ৬৫,৪০৮ জন মহিলা এবং ৪০০ জন সার্ভিস ভোটার সহ মোট ১,৩৩,২২৭ জন ভোটারের মধ্যে ৯৫,৬০০ জন বিজেপির ভুবন গাম, কংগ্রেস সমর্থিত অসম জাতীয় পরিষদ চিত্তরঞ্জন বসুমতারি সহ তিন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।

দুর্ঘটনায় আহত ছাত্র

জলপাইগুড়ি, ৮ মার্চ (হি.স.): মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে দুর্ঘটনায় আহত হল এক স্কুল ছাত্র। মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। ময়নাগুড়ি শহীদগড় স্কুলের ছাত্র ধীরাজ দে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে টেকাটুলী রামকান্ত হাইস্কুলে যাচ্ছিলেন। সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় বিডিও অফিস মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি বাইকের সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোন সময় ফল খাওয়া উচিত কখন ফল খাওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর

খাবার অন্তত এক ঘণ্টা পর ফল খাওয়া উচিত। কারণ খাওয়ার পরেই ফল খেলে খাবারের আগে ফল হজম হয়ে যায়। ফলের পুষ্টিগুণ শরীরে দ্রুত পৌঁছে যায় এবং খাবারের অনেক পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হয় না।

অন্যদিকে, রাতে ঘুমানোর আগে ফল খাওয়ার সবচাইতে খারাপ সময়। কারণ ঘুমানোর আগে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে ঘুম আসবে না। এমনকি রাতের খাবারটাও ঘুমানোর কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত। অন্যথায় বদহজম দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও অন্যান্য খাবার খাওয়ার পরপরই ফল খাওয়ার মাঝখানে কমপক্ষে এক ঘণ্টার ব্যবধান রাখা উচিত। কারণ এক্ষেত্রেও বদহজম হতে পারে এবং ফলের পুরোপুরি পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হবে না। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগিদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান হওয়া উচিত অন্যান্য খাবার খাওয়ার আগে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা।

আর অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ফল খেলে হজম পদ্ধতি ধীর করে দেয়। অর্থাত ফল দীর্ঘসময় পাকস্থলিতে থেকে যায়। যা ফলটির ''ফার্মেন্টেশন''র দিকে নিয়ে যেতে পারে। আঁশ বেশি থাকায় ফল এমনিতেই হজম হতে সময় লাগে। অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা আরও ধীরে হজম হয়।

ফলের সর্বোচ্চ পুষ্টি গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফল খাওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনে একবাটি তাজা ফল আপনাকে সুস্থ রাখবে। তবে তা খেতে হবে সূর্যাস্তের আগেই। এছাড়াও সূর্যাস্তের পর আমাদের বিপাক ধীর হয়ে যায় এবং কার্বস হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে।

খাবারের সঙ্গেও ফল যোগ করা উচিত নয় বা খাবারের পরপরই খাওয়া উচিত নয়। খাবার এবং ফল খাওয়ার মাঝে অন্তত দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। বেশিরভাগ ফলই কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ। দ্রুত শক্তির একটি দুর্দান্ত উতস হচ্ছে ফল, তবে এটি রক্তে শর্করার মাত্রাও বাড়িয়ে তোলে। রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে এটি ঘুমকে ব্যাহত করতে পারে।

চুলের দুর্গন্ধ কিভাবে সুগন্ধে রূপান্তরিত করবেন

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিশেষ অংশ চুল। শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত চুল আমরা কেউই পছন্দ করি না। চুলে দুর্গন্ধ হলে তা অনেক সময় বিরক্তির কারণও হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কি? আপনারো যদি একই প্রশ্ন থাকে তবে এ প্রতিবেদনটি আপনাকে সাহায্য করবে। চুলের জন্য সুগন্ধযুক্ত বিশেষ সিরাম ও শ্যাম্পু তৈরি করা যায়। এগুলো খুব সহজেই আপনি চাইলে বাসায় তৈরি করতে পারেন। এই চুলের সুগন্ধি বানানো খুব সহজ ও সাশ্রয়ীর পাশাপাশি পুষ্টিকর এবং বিষমুক্তও।

একটি কাচের বাটিতে, ১ টেবিল চামচ ভেষজ তেল নিন। এর সঙ্গে ১০-১২ ফোঁটা প্রয়োজনীয় সুগন্ধি তেল যোগ করুন। পছন্দমতো ল্যাভেন্ডার বা জুঁই ফুলের সুগন্ধি দিতে পারেন। এর পর এর সঙ্গে আধা কাপ পরিশোধিত গোলাপ জল মেশান। ভালোভাবে নাড়ুন এবং একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে রাখুন। বাইরে বেরোনোর আগে বা যখনই আপনার মনে হবে 'আপনার চুলে সুগন্ধ ও চমক প্রয়োজন, এটি স্প্রে করুন।

ভেষজ তেল চুলকে ময়েশ্চারাইজ এবং পুষ্ট করে, পাশাপাশি চুলের আগা ফাটা প্রতিরোধ করে। শুধু তাই নয়, এতে থাকা সুগন্ধি তেল চুলের দুর্গন্ধ দূর করে ও চুল পুনর্জীবিত করতে সহায়তা করে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে সুগন্ধি ছড়িয়ে নিলে এটি ভাল ঘুমের আমেজ তৈরিতেও সহায়তা করে। অন্যদিকে গোলাপ জল মাথার ত্বকের শুষ্কতার সঙ্গে খুশকি এবং চুলকানি কমায়।

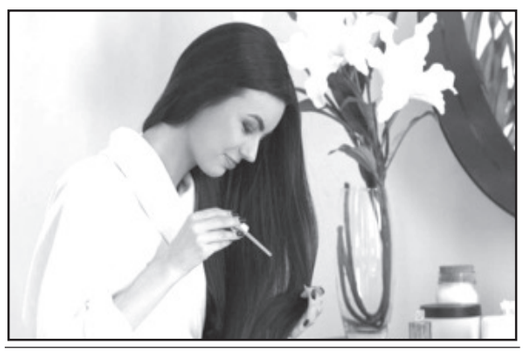

জানেন কি লেবুর রসে নয়, উপকার বেশি খোসায়!

যে কোন খাবারের স্বাদ বাড়াতে লেবুর কোন জুড়ি নেই। এর সাথে লেবুর আছে সুঘ্রাণ। যা খাবারে তৃপ্তি দেয়। অনেকে আবার সুস্থতার জন্য সকালে লেবু জল পান করে থাকে। তবে আমরা লেবুর রস রেখে খোসাটা ফেলে দেই। কারণ আমরা জানিই না যে এই খোসাতে আছে কত অজানা ও চমতকার সব উপকারিতা। লেবুর রসের চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি ভিটামিন আছে লেবুর খোসায়। লেবু আমাদের স্বাস্থ্য, ত্বক এবং চুলের জন্যেও খুবই উপকারি। খোসাতে আছে ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের মত খনিজ উপাদান, ফাইবার ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

চলুন জেনে নেই লেবুর খোসার জাদুকরী উপকারিতা সম্পর্কে।

১. ত্বকের সানবার্ন প্রতিরোধ করতে লেবুর খোসা সরাসরি ত্বকে প্রয়োগ করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। এতে ত্বকের পোড়াভাব সহজেই দূর হয়। পাশাপাশি ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান।

২. লেবুর খোসা হজম শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় খুব সহজেই।

৩. দেহের অতিরিক্ত মেদ কমাতেও লেবুর খোসা অনেক উপকারী।

৪. এতে প্রচুর পরিমাণের ভিটামিন সি থাকায় দাঁতের জন্য বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। লেবুর খোসা দাঁতের বিভিন্ন অসুখ থেকে রক্ষা করে। হাড়ের বিভিন্ন অসুখ যেমন, পলি আর্থারাইটিস, অস্টিওপরোসিস এবং বিভিন্ন প্রকার আর্থারাইটিস প্রতিরোধ করে।

৫. প্রত্যহ লেবুর খোসা খেলে শরীরে সাইট্রিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমায়।

৬. লেবুর খোসা শরীর থেকে স্ট্রেস কমাতে সহায়তা করে।

৭. লেবুর খোসাতে আছে সয়ালভেসস্ট্রল কিউ ৪০ ও লিমোনেন্স, যা ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করে, বাকটেরিয়াল ও ছত্রাক সংক্রমণের প্রকোপ কমায়।

৮. আমাদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখে লেবুর খোসা, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং বিভিন্ন হৃদরোগ যেমন স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

গুড় খাওয়ার ফলে যে উপকার গুলি পাবেন জেনেনিন

সারা দিনের নানা কাজকর্মের শেষে অনেক সময় শরীরে আর শক্তি থাকে না। অসম্ভব ক্লান্ত আর অবসন্ন লাগে সারাদিন। এমন অবস্থায় হাতের কাছে একটি পানীয় হতে পারে আপনার সকল ক্লান্তির চিকিতসা। হালকা গরম পানিতে গুড় মিশিয়ে খেলেই দূর হবে সব ক্লান্তি।

গুড়ে কার্বোহাইড্রেট আছে, তাই এটি শরীরে তাতক্ষণিক এনার্জি জোগাতে সক্ষম হয়। শুধু এনার্জির জোগান দেওয়া নয়, গুড় শরীরের পক্ষে নানা দিক দিয়েই ভালো। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও গুড়ের নানা উপযোগিতার কথা বলা আছে। ওষুধের উপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রাকৃতিক ভাবে সুস্থ থাকতে হলে গুড়ই যথেষ্ট। তবে রিফাইন করা চিনির চেয়ে আখ বা খেজুরের রস দিয়ে তৈরি গুড় স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক ভালো। এনার্জির জোগান দেওয়া ছাড়া গুড় জল আর কি কি করে উপকার করে শরীরের, সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

মেটাবলিজম ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় :

ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি ১, বি ৬ ও ভিটামিন সি দ্বারা পরিপূর্ণ হল গুড়। এছাড়াও এতে আছে জিঙ্ক, সেলেনিয়াম ইত্যাদির মতো খনিজ। তাই সকালে বা রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে গুড় জল পান তা মেটাবলিজম বাড়িয়ে দেয় আর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও দৃঢ় করে।

ওজন কমায় : বেশিরভাগ সময়ই আমরা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বলি যে মিষ্টি খেলেই ওজন বাড়ে। কিন্তু মিষ্টি খেলেও যে ওজন কমে, এটা কী ভাবে সম্ভব? গুড়ের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব। গুড়ে পটাসিয়াম আছে বলে এটি শরীরে ইলেকট্রোলাইট সমতা বজায় রাখে। তাই জল ধরে রাখার ক্ষমতা অনেকটাই কমে যায় আর বাড়তি মেদও কমে। পেশি গঠনেও সাহায্য করে গুড়। শরীর সুস্থ রাখে : গুড় প্রাকৃতিকভাবে লিভার পরিস্রুত করে এবং রক্তও পরিষ্কার করে। নিয়মিত গুড় খেলে ত্বকের উজ্জলতা বাড়বে এবং শরীর টক্সিনমুক্ত হবে।

ঘুমের ওষুধ খেয়েও চোখে ঘুম নেই? ওষুধ ছাড়াই ঘুম আসবে যেভাবে জানুন

সমস্যার নাম ঘুমের অসুখ। আক্রান্তের হিসেব শুনলে আঁতকে ওঠার কথা! শিশু থেকে বয়স্ক, বিশ্বে শতকরা প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ ঘুমের অসুখে আক্রান্ত। সারাদিন পরিশ্রমের পরেও রাতে ঘুম না আসার সমস্যা নতুন নয়। এপাশ ওপাশ করতে করতেই রাত শেষ হয় অনেকের। এমন সমস্যা কি আপনারও? ঘুমের ওষুধ খেতে হচ্ছে প্রায়ই? কিন্তু জানেন কি, ঘুমাতে যাওয়ার আগে যদি মানেন সহজ কিছু নিয়ম, তাতেই ঘুম হবে গাঢ়।

১. পা ভিজে রেখে ঘুমতে যাবেন না। চিকিতসকদের মতে, শরীরের তাপমাত্রার একাংশ নিয়ন্ত্রণ করে পা। তাই পা ভেজা থাকলে শরীরের তাপমাত্রায় ভারসাম্য থাকে না। কাজেই ভাল করে পা মুছে, শুকনা পায়ে উঠুন বিছানায়।

২. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়ার চেষ্টা করুন। ফোন থেকে দূরে থাকুন। ঘুমের সবচেয়ে ব্যাঘাত ঘটায় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। তাই ঘুমাতে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে গ্রুপ চ্যাট, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

৩. রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ল্যাপটপ বা মোবাইলে ওয়েব সিরিজ-ছবি না দেখে, বরং কিছুক্ষণ বই পড়ুন। বই পড়লে মাথা শান্ত হয়। ফলে নিমেষেই ঘুম আসে। খবরের কাগজও পড়তে পারেন।

৪. ঘুমাতে যাওয়ার দু-ঘণ্টা আগে সারুন রাতের খাওয়া। চার ঘণ্টা আগেই নিয়ে নিন সেদিনের শেষ কফি বা চা। এই দুই নিয়মে অভ্যস্ত হতে পারলে ঘুম আসবে সহজেই।

৫. তোষক ও বিছানাও কিন্তু ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানোর অন্যতম কারণ। খেয়াল রাখুন, সেসবের গুণগত মান যেন উন্নত হয়। আরামদায়ক তোষকে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভালভাবে হয়। স্নায়ু ও পেশী আরাম পায়। ঘুম আসে নিমেষে।

৬. ঘুমনোর আগে স্নান করুন। ঠান্ডা লাগার অভ্যাস না থাকলে এটি করে দেখুন। কাজে আসবে দারুণ। ঘুমের মানও ভালো হবে। শরীর থাকবে ঝরঝরে।

সোনামণির বাহারি মশারি

ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ নানা রোগে এখন আক্রান্ত হচ্ছে সব বয়সী মানুষ। শিশুরা তো আরও ঝুঁকিতে। মশারি ব্যবহার করলে মশার এই অত্যাচার থেকে নিজে যেমন বাঁচতে পারবেন, তেমনি বাঁচাতে পারবেন আপনার সন্তানকেও। তাই ব্যাঘাতহীন ঘুমের জন্য মশারি ব্যবহার উত্তম এবং নিরাপদও। বাজারে শিশুদের জন্য আছে বাহারি মশারি। এসব মশারি যেমন শিশুকে নিরাপদ রাখবে, তেমনি রঙিন মশারি ঘরে যোগ করবে বাড়তি সৌন্দর্য।

মশা থেকে বাঁচতে

নিজ ঘরে মশা থেকে বাঁচার সবচেয়ে সস্তা, দীর্ঘস্থায়ী, কার্যকর এবং নিরাপদ উপায়টির নাম মশারি। কয়েল বা ওষুধে মশা না—ও মরতে পারে, তবে চারদিক গুঁজে নিয়ে এবং ভেতরে মশা নেই, সেটা নিশ্চিত করে মশারির ভেতর ঢুকে বসে থাকলে মশা যে কামড়াতে পারবে না, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

নিউমার্কেটের মশারি ও পর্দার দোকান মায়ের দোয়া স্টোরের বিক্রয়কর্মী আশিক হোসেন জানান, সারা বছর ছোট মশারি কমবেশি চলে।

ছোটদের মশারি

ঢাকার গুলশান ১ নম্বরের এনডিসিসি মার্কেটে মশারি কিনতে এসেছেন গৃহিণী ফারজানা খন্দকার। তিনি বলেন, 'আমার আট মাসের সন্তানের জন্য বাহারি মশারি কিনতে এসেছি। দিন দিন মশাবাহিত রোগ বাড়ছে। আমার সন্তান যেহেতু সারাক্ষণ শুয়েই থাকে, তাই দেখতে সুন্দর, এমন মশারি কিনতেই মার্কেটে আসা।'

ছোট শিশুদের জন্য আলাদা মশারি বেশ জরুরি। কারণ, শিশুরা একটু আগে ঘুমিয়ে পড়ে। আর তখন বড় মশারি টানিয়ে রাখা বেশ ঝামেলার। আর না টানালে মশার উৎপাতে আপনার সোনামণি আরামে ঘুমাতে পারবে না। তা ছাড়া ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ায় শিশুদের দিনের বেলায় ঘুম পাড়ালেও মশারি টানানো জরুরি। এ ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য ছোট মশারি ব্যবহারই সুবিধাজনক। আর এখন বাজারে শিশুদের জন্য বাহারি সব মশারিও পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোনোটি চেইন দিয়ে তৈরি ঘরের মতো। একে স্প্রিং মশারি বলে। কোনোটি আবার লোহার দণ্ডের সঙ্গে নেট প্যাঁচানো। কোনোটি আবার ছাতার মতো খোলা যায়। কিছু আবার আছে বিছানাসহকারে তৈরি বেড সেটিং মশারি।

আপনি চাইলে মশারি রেডিমেড কিনতে পারেন আবার বানিয়েও নিতে পারেন। তবে রেডিমেডের চেয়ে বানানো মশারিই বেশি টেকসই। অবশ্য এ জন্য খরচাপাতিও একটু বেশি গুনতে হবে। সাধারণত মশারির নেট কাপড় এবং সাইজের ওপর নির্ভর করে এর দরদামের পার্থক্য।

অতিরিক্ত ধাতুস্রাব অগ্রাহ্য করবেন না

মেয়েদের পিরিয়ডের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত স্বাভাবিক মনে হলেও বিষয়টি স্বাভাবিকনয়। যে কোন মেয়েরই যাদের পিরিয়ড শুরু হয়েছে তাদের এ সমস্যা হতে পারে। সঠিক চিকিতসার অভাবে এদের অনেকেই ক্রনিক অ্যানিমিয়া-সহ নানা সমস্যায় ভোগেন। তবে রোগ নির্ণয় পদ্ধতির উন্নতি হওয়ায় এবং সচেতনতা বাড়ায় আগের থেকে অনেক বেশি রোগ ধরা পড়ছে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কিশোরী এবং ৪০ বছরের বেশি বয়সিদের অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের ঝুঁকি বাড়ে। কারণ, কিশোরী বয়সে পিরিয়ড শুরুর সময় এবং ৪০ বছর বয়সের পর মেনোপজের আগে শরীরে সাময়িক ভাবে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোনের তারতম্য হয়। এর ফলেই অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের সমস্যা বাড়ে। আবার অতিরিক্ত ওজনের কারণেও হেভি ব্লিডিং হতে পারে।

অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের কারণ: ১. জরায়ুতে ফাইব্রয়েড বা টিউমার। ২. ওভারিতে কোনও সমস্যা থাকলে ঠিক মতো ডিম্বাণু নিঃসরণ হয় না। তাতে প্রোজেস্টেরন হরমোন উত্পাদন কমে গিয়ে এই সমস্যা দেখা দেয়। ৩. জরায়ু লাইনিং এ বিনাইন (অর্থাত ক্যানসার নয় এমন) পলিপ হলে। ৪. জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের সমস্যা। ৫. জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ইন্ট্রা ইউটেরাইন ডিভাইস ব্যবহার করলে তার পার্শ প্রতিক্রিয়ায়।

৬. সারভিক্সে সংক্রমণ। ৭. গর্ভপাত ।৮. ইউটেরাস ও সারভিক্সের ক্যানসার হলেও অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হয়। ৯. হরমোন ওষুধ, রক্ত পাতলা করার ওষুধের পার্শ প্রতিক্রিয়ায় অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের ঝুঁকি থাকে।

১০. লিভার ও কিডনির অসুখ থাকলেও এই সমস্যা হতে পারে।

যে সব পরীক্ষা জরুরি: অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হলে যেসব পরীক্ষাগুলো করা জরুরী: রক্তের হিমোগ্লোবিন এবং থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্য বজায় আছে কিনা জানতে রক্ত পরীক্ষা করানো দরকার। সারভিক্সে সংক্রমণ বা ক্যানসার আছে কিনা জানতে প্যাপ স্মিয়ার পরীক্ষা করা হয়।

জরায়ু থেকে টিস্যু সংগ্রহ করে এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপ্সি করা দরকার। ইউটেরাস, ওভারি ও পেলভিসের আল্ট্রাসাউন্ড। ইউটেরাসের লাইনিং-এর সমস্যা জানতে সোনোহিস্টেরোগ্রাফি করতে হয়। ইউটেরাস খুঁটিয়ে দেখতে হিস্টেরোস্কোপি করতে হতে পারে। অ্যানিমিয়ার ঝুঁকি: অনেক সময় হেভি ব্লিডিং হলেও অনেকে ব্যাপারটা বিশেষ আমল দেন না। পরে ঠিক হয়ে যাবে ভেবে ফেলে রাখেন। প্রতি মাসে অতিরিক্ত রক্তপাত হতে হতে রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়ার ঝুঁকি বাড়ে। অন্য দিকে অ্যানিমিয়া হলেও অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হয়। ব্যাপারটা চক্রাকারে চলতে থাকে। আবার যে কারণে হেভি ব্লিডিং হচ্ছে, তার চিকিতসা না করানোয় অসুখটা ক্রমশ জটিল হতে শুরু করে। অসুখের প্রাথমিক পর্যায়ে ওষুধ দিয়ে চিকিতসা করে কাজ হলে অনেক দিন ফেলে রাখলে রোগের জটিলতা বেড়ে যায়। বিশেষ করে মেনোপজের পর বেশি ঋতুস্রাব অনেক সময় ক্যানসারের উপসর্গ হতে পারে। তাই অসুখের শুরুতেই সঠিক চিকিতসা করা জরুরী।

ব্রকলি খাওয়ার উপকারিতাগুলি জেনেনিন

শীতকালীন সবজি ব্রকলি। অনেকটা ফুলকপির মতো দেখতে সবুজ রঙের এই সবজির চাহিদা এখন সর্বত্র। চায়নিজ খাবারের সঙ্গে দেশি খাবারেও ব্যবহৃত হচ্ছে ব্রকলি। কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া যায় ব্রকলি।

ওজন কমাতে : ব্রকলিতে ক্যালোরির পরিমাণ কম, তাই অনেক খেলেও ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। ওজন কমানোর জন্য ক্ষুধা লাগলে ব্রকলি খাওয়া যেতে পারে।

সুস্বাদু : সালাদে এবং দেশি বা বিদেশি স্টাইলে রান্না করলে ব্রকলি খেতে অনেক সুস্বাদু মনে হয়।

ক্যান্সার প্রতিরোধ : নিয়মিত ব্রকলি খেলে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা একেবারেই কমে যায়।

পুষ্টিগুণ : ক্যালোরির পরিমাণ কম হলেও ব্রোকলিতে যে ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে, তা শরীরের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

হাড় সুস্থ রাখতে : ব্রকলিতে ক্যালসিয়াম বেশি থাকায় হাড় শক্তিশালী ও মজবুত হয়।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট : ব্রকলিতে ভিটামিন কে, আয়রন আর পটাশিয়ামের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ ফ্ল্যাভিনয়েড, লিউটেন, ক্যারোটিনয়েড, বিটা-ক্যারোটিনসহ উচ্চমানের নানা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এ সময় সুস্থতার জন্য তাই খাদ্যতালিকায় ব্রকলি রাখুন।

বিপাকক্রিয়া : ব্রকলি এমন একটি সবজি, যা পেটে কোনো সমস্যা তৈরি করে না এবং সহজেই হজম হয়।

ত্বক সুন্দর রাখতে : ব্রকলিতে থাকা ভিটামিন ''সি'' ত্বক সুন্দর ও মসৃণ রাখে। এ ছাড়া ব্রকলি খেলে বয়সের ছাপ চেহারায় পড়ে না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ব্রকলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ''এ'' থাকায় তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া ঠাণ্ডা কাশিও প্রতিরোধ করে ব্রকলি।

জিএসটি ও ট্যাক্স রিটার্নে গ্রাহকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে পালিয়েছেন

হাফলং (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : জিএসটি এবং ট্যাক্স রিটার্নের নামে গ্রাহকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে হাফলং ছেড়ে পালিয়েছেন দেবাশিস সাহা নামের এক ব্যক্তি। জিএসটির নামে জালিয়াতি করে স্থানীয় ঠিকাদারদের কাছ থেকে প্রায় ১৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন দেবাশিস সাহা নামের ওই ব্যক্তি। তবে এত টাকা সংগ্রহ করার পরও ট্যাক্স রিটার্নের নামে এক টাকাও জমা করেননি প্রতারক দেবাশিস। উল্লেখ্য, জিএসটি কনসালটেন্সির নামে এসডি অ্যাসোসিয়েট নামের প্রতিষ্ঠানটি হাফলঙে দীর্ঘ দিন থেকে ট্যাক্স রিটার্নের নামে কাজ করে আসছে। কিন্তু হাফলং শহরে অবস্থিত এসডি অ্যাসোসিয়েট নামের প্রতিষ্ঠানটির কাছে কোনও ধরনের সরকারি অনুমতি ছিল না বলে জানা গেছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি কয়েকজন ঠিকাদারের অভিযোগে হাফলং থানার ওসি রঞ্জিত শইকিয়া এসডি অ্যাসোসিয়েট নামের প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে দেবাশিস সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়।

খবর পেয়ে স্থানীয় ঠিকাদাররা যাঁদের কাছ থেকে ট্যাক্স রিটার্নের নামে টাকা নিয়েছিলেন দেবাশিস, তাঁরাও সেখানে সেদিন হাজির হয়ে পরিবেশ উত্তপ্ত করে তুলেছিলেন। পরে ২৮ ফেব্রুয়ারি রাতেই দেবাশিস সাহাকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেবাশিস সাহার নামে থানায় কোনও এজাহার জমা না পড়ায় একদিন পর পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিল। তার পর দেবাশিস ট্যাক্স রিটার্নের নামে যাঁদের কাছ থেকে অর্থ নিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। চুক্তিপত্রে আগামী এক মাসের মধ্যে তিনি তাঁদের টাকা ফিরিয়ে দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু তা না করে গতকাল সোমবার রাতে তাঁর পুরো পরিবারকে নিয়ে দেবাশিস সাহা হাফলং ছেড়ে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। হাফলং শহরে দেবাশিস সাহার বাবা দীপক সাহা এবং ছোট ভাইয়ের দুটি দোকান ছিল। জানা গেছে, এই দুটি দোকান রাতারাতি বিক্রি করে দেবাশিস গোটা পরিবারকে নিয়ে পালিয়ে গেছেন। আরও জানা গেছে, ট্যাক্স রিটার্নের নামে গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পাহাড় প্রমাণ সম্পত্তির মালিক হয়েছেন দেবাশিস। এদিকে হাফলং থানার ওসি রঞ্জিত শইকিয়া জানিয়েছেন, ট্যাক্স রিটার্নের নামে জালিয়াতিকৃত দেবাশিস সাহার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনও এজাহার থানায় জমা পড়েনি। এমন-কি দেবাশিস সাহা হাফলং থেকে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়েও থানায় কোনও এজাহার দাখিল করেননি কেউ। ওসি বলেন, যে সব ঠিকাদারের কাছ থেকে ট্যাক্স রিটার্নের নামে দেবাশিস সাহা টাকা নিয়েছিলেন, তাঁরাও দেবাশিসের নামে কোনও এজাহার জমা না দিয়ে বরং টাকা ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে সমঝোতা করেছিলেন, জানিয়েছেন ওসি রঞ্জিত শইকিয়া।

উন্নয়নে অবহেলার প্রতিবাদে ভোট বয়কটের ডাক বুদবুদের শালডাঙা গ্রামবাসীদের

দুর্গাপুর, ৮ মার্চ (হি. স.) : বেহাল রাস্তা। জোটেনি স্থায়ী শ্মশান। উন্নয়নে অবহেলার শিকার। আর তার প্রতিবাদে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক দিল গ্রামবাসীরা। ঘটনাকে বিস্তর শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে গলসী-১ নং ব্লকের চাকতেঁতুল পঞ্চায়েতের শালডাঙা গ্রামে। প্রসঙ্গত, চাকতেঁতুল পঞ্চায়েতের শালডাঙা গ্রাম। প্রায় সাড়ে চার”শ বাসিন্দা। দামোদর তীরবর্তী কৃষি প্রধান গ্রাম শালডাঙা। অভিযোগ, গ্রামের একাধিক রাস্তা বেহালদশায়। মাটির রাস্তা কংক্রিট দুর অস্ত, মোরামের দানাটুকুও পড়েনি। খানাখন্দে ভর্তি। আবার কোথায় বড় বড় গর্ত। সুষ্ঠ ভাবে চলাচল করা যায় না। তবে গ্রামের গুরুত্বপুর্ন রাস্তা দামোদর নদের তিরে অস্থায়ী শ্মশানে যাওয়ার রাস্তা। অস্থায়ী শ্মশানের পাশে রয়েছে প্রাচীন কালি মন্দির। এছাড়াও নদীর তিরবর্তি হাজার একরের চাষ জমি। শ্মশান ও চাষজমি যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থায়। প্রায় ৮০০ মিটার ওই মাটির রাস্তাটিতে মোরামের দানাটুকুও পড়েনি। ফলে খানাখন্দে ভর্তি। চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। বর্ষাকালে আরও বেহাল হয়ে পড়ে।

বামদেব পাঁজা, বিশ্বনাথ মন্ডল, কার্তিক রুইদাস প্রামুখ গ্রামবাসীরা জানান,’ নদীর পাড়ে অস্থায়ী শ্মশান। রাজ্যে যখন উন্নয়নের জোয়ার বয়ছে। তখন চাকতেঁতুল গ্রাম পঞ্চায়েতের শালডাঙা গ্রামে উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও জোটে না। বহু আবেদন করেছি। জমি রয়েছে, তবুও বৈতরনী প্রকল্পে স্থায়ী শ্মশান জোটেনি। এমনকি শ্মশান যাওয়ার রাস্তা এতটাই বেহাল, সুষ্ঠভাবে শবদাহ করতে নিয়ে যাওয়া যায় না। বর্ষায় এক হাটু করে কাদা হয়। প্রায় ৭ কিলোমিটার দুরে অন্য গ্রামে শবদাহ করতে যেতে হয়। অন্য গ্রাম থেকে যাওয়ায়, সেখানে শবদাহ করতে নানান জটিলতায় পড়তে হয়। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় গ্রামবাসীদের।’ ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা আরও জানান,’ এছাড়াও ওই রাস্তা দিয়ে জমির ফসল তুলে আনতে হয়। গবাদি পশুদের বিচরন ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ। শ্মশানের রাস্তা ছাড়াও গ্রামের একাধিক রাস্তা কঙ্কালসার অবস্থা। বহুবার আবেদন করেছি। ডেপুটেশন দিয়েছি। কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। নির্বিকার প্রশাসন। শালডাঙা গ্রামকে উন্নয়নে উপেক্ষা করা হচ্ছে। তাই আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছি। গ্রামে পঞ্চায়েতের উন্নয়ন না হওয়ায় ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত।’ ইতিমধ্যে শালডাঙা গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ভোট বয়কটের পোস্টার দিয়েছে গ্রামবাসীরা।

উল্লেখ্য, গত অর্থ বছরে পুর্ব বর্ধমান জেলার সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী সার্বিক উন্নয়নের নিরিখে অনেকটাই পিছনের সারিতে ছিল চাকতেঁতুল পঞ্চায়েত। বিশেষ করে এনআরইজিএস কাজ, আবাস যোজনার গৃহ নির্মানে ঢিলেমিতে অনেকাংশে পিছনে ছিল। প্রসঙ্গত, ’ গত ২০১৯ লোকসভা ভোটের নিরিখে চাকতেঁতুল অঞ্চলে বিজেপি ৩ হাজারেরও বেশী ভোটে এগিয়েছিল। আবার গত বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে ওই অঞ্চলে ভাল ভোট পেয়েছে বিজেপি। তবে, চাকতেঁতুল পঞ্চায়েতে এক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বোর্ড গঠন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, যেখানে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতায় বোর্ড রয়েছে। সেখানে রাস্তাঘাট উন্নয়নে পিছনের সারিতে কেন? যদিও, বিজেপির পুর্ব বর্ধমান জেলার সহ সভাপতি রমন শর্মা জানান,’ দ্বিচারিতা করছে। সুষ্ঠ নির্বাচন হলে চাকতেঁতুল অঞ্চলে বিজেপি পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করবে। বিজেপির ভাল ভোট থাকায় উন্নয়নমুলক কাজ সেভাবে করছে না বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত বোর্ড। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’ চাকতেঁতুল পঞ্চায়েত প্রধান অশোক ভট্টাচার্য্য জানান,’ গত অর্থ বছরে বেশ কয়েকটি রাস্তা, ড্রেন কংক্রিটের করা হয়েছে। পানীয় জলের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে এমজিএনআরইজিএস প্রকল্পে ২৭ টি রাস্তা কংক্রিটের করার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ব্লকে পাঠানো হয়েছে। তারমধ্যে শালডাঙা গ্রামের তিনটি রাস্তা রয়েছে। অনুমোদন পাওয়ার পর টেন্ডার করে খুব শীঘ্রই ওইসব রাস্তার কাজ শুরু করা হবে।’ গলসী-১ নং বিডিও দেবলিনা দাস জানান,’ এখনও কোন অভিযোগ আসেনি। তবুও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে

পুরনো পেনশন নীতির দাবীতে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মী বিক্ষোভ

বাঁকুড়া, ৮ মার্চ (হি. স.) : পুরনো পেনশন নীতি চালুর দাবিতে ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জমিহারা পরিবার থেকে আসা গ্রুপ সি/ডি ও আপগ্রেডেশন গ্রুপ বি কর্মীরা মঙ্গলবার থেকে ফের বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করেছেন। গত ১ নভেম্বর থেকে মাসাধিক কাল রোজ ১ ঘন্টা করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তারা। তাদের এই দাবি ও আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে ডিভিসির আইএনটিইউসি, সিটু, ইউটিইউসি, বিএমএস, সহ সমস্ত স্থায়ী কর্মী ইউনিয়ন গুলি।

তাদের দাবি অবিলম্বে সকল ভূমিহারা পরিবার থেকে ডিভিসিতে স্থায়ী চাকরি পাওয়া কর্মীদের পুরানো পেনশন স্কিমের আওতায় আনতে হবে। যতদিন না তাদের দাবী মানা হচ্ছে ততদিন এভাবে বিক্ষোভ চলবে। প্রয়োজনে তারা পেন ডাউন করে কর্মবিরতিতে যেতে বাধ্য হবেন। পেনশন থেকে বঞ্চিত এই সব কর্মীরা ডিভিসির সদর দপ্তর কলকাতার ডিভিসি টাওয়াররর্সে চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু ৩ মাস কেটে যাবার পরও কোনো সদর্থক ভূমিকা না দেখে সিটু আইএনটিইউসি, স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন ও বিএমএসের যৌথ মঞ্চ মঙ্গলবার মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিদ্যুৎ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে ডেপুটেশন দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আটের দশকের শেষে ডিভিসি এমটিপিএসের নির্মাণ কাজ শুরু করে। কারখানা করতে এখানের বেশ কয়েকটি গ্রামের চাষ জমি ও বাস্তু বাড়ি অধিগ্রহণ করে দেয় রাজ্য সরকার। জমি ও বাস্তুহারাদের দাবি মত ১৯৯৪ সালে ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে ডিভিসি ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয় ৫২০ জন ভূমিহারাকে ডিভিসিতে স্থায়ী চাকরি দেওয়া হবে। এবং লিখিত চুক্তিতে বলা হয় প্রকল্পের ৩ নম্বর ইউনিট চালু হওয়ার সাথে সাথে এই সমস্ত ভূমিহারাদের নিয়োগ করা হবে।

আন্দোলনকারী কর্মীদের আহ্বায়ক দেবাশিস মুখার্জি বলেন, ১৯৯৮ সালে ডিভিসির ৩ টি ইউনিট থেকেই বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করলেও ভূমিহারা পরিবার থেকে সকলকে নিয়োগ করা হয়নি। ২০০৪ সালের আগে পর্যন্ত ২৮০ জনকে নিয়োগ করা হলেও বাকিদের নিয়োগ হয় ২০০৮ সালে। ইতিমধ্যে ভারত সরকার একটি সার্কুলার প্রকাশ করে জানান ১ জানুয়ারি ২০০৪ সালের পরে যারা কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় নিয়োগ হয়েছেন তারা পেনশন প্রকল্প থেকে বাদ যাবেন। দেবাশিস বাবু আরো বলেন, পরে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফের কেন্দ্রীয় সরকারের আরেকটি সার্কুলারে বলা হয় ১ জানুয়ারি ২০০৪ এর আগে যাদের ইন্টারভিউ হয়ে প্যানেল ভুক্ত হয়ে আছেন তারা পেনশন আওতার সুযোগ পাবেন। আন্দোলনকারী কর্মী সদানন্দ মাজি, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত মন্ডল, মৃত্যুঞ্জয় মাজিদের দাবি, তারা সকলেই চুক্তিমত ১৯৯৪ সাল থেকেই প্যানেল ভুক্ত। ডিভিসি গাফিলতি করে প্যানেলের অর্ধেক চাকরি প্রার্থীকে নিয়োগ করে বাকিদের বঞ্চিত করেছে। ডিভিসিতে জমি দিয়ে এক শরিককে ১৯৯৬ সালে চাকরি দেওয়া হয় অন্য শরিকে দেওয়া হল ২০০৮ সালে। প্রথম জন পেনশন পাবেন অথচ দ্বিতীয় জন পাবেন না কেন?এই নিয়ে আমাদের আন্দোলন।এ বিষয়ে এমটিপিএসের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকল্প প্রধান সুধীরকুমার ঝা বলেন, বিষয়টি আমার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। তবে একজন কর্মী অবসর নেওয়ার পরে যদি পেনশন না পান তাহলে তার যে দুর্দশা হয় সেটা অনুভব করতে পারি। ওনারা যে দাবি পত্রটি দিয়েছেন সেটি বিবেচনার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

‘কে করেছে জানতে চাই’

হুমকি পোস্টারকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে পুলিশকে সাফ প্রশ্ন পদ্ম বিধায়কের

বাঁকুড়া, ৮ মার্চ (হি. স.) : ‘দোকান খুললেই মারব’, শাটারে লাগানো এই হুমকি পোস্টারকে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা। মঙ্গলবার তিনি সশরীরে হাজির হন বাঁকুড়া সদর থানায়। দোষীদের চিহ্নিত করার দাবি নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়ের করার পর নীলাদ্রিবাবু বলেন, “কে এই ঘটনার পিছনে জড়িত তা জানতেই আমি অভিযোগ দায়ের করেছি। কারণ আজ আমার মত জনপ্রতিনিধির সঙ্গে যদি এই ঘটনা ঘটে তাহলে কাল সাধারণ মানুষের সঙ্গেও তা ঘটতে পারে। আমি চাই পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত করে জড়িত দুষ্কৃতীদের খুঁজে বার করুক। সদ্যসমাপ্ত পুরসভা ভোটে রাজ্যজুড়ে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই ধারা অব্যাহত থেকেছে বাঁকুড়া জেলাতেও। বাঁকুড়া পুরসভার ২৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২১টিতেই ঘাসফুল ফুটেছে। অবশিষ্ট ৩ আসনে জয় পেয়েছেন নির্দল প্রার্থীরা। বিধায়কের নিজের এলাকাতেই পদ্ম শিবির খাতা খুলতে না পারায় কটাক্ষ উড়ে এসেছিল তৃণমূলের তরফে। এরপর ৪ মার্চ বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানার রেডিমেড কাপড়ের দোকানের শাটারে কেউবা কারা এসে একটি পোস্টার লাগিয়ে দিয়ে যায়। সাদা কাগজের সেই পোস্টারে লেখা ছিল ‘দোকান খুললেই মারব’। বিষয়টি নিয়ে শোরগোল পড়ে জেলার রাজনীতিতে। প্রতিবাদের সুর চড়িয়েছিলেন খোদ বিধায়ক নিজেও। তিনি বলেছিন, “হাতি বাজার গেলে হাজার কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে। এই ভাবে একটি হুমকি পোস্টার দিয়ে নিলাদ্রী শেখর দানাকে চুপ করিয়ে রাখা যাবে না। কারও ক্ষমতা থাকলে সামনা সামনি লড়াই করুক।”

তিনি বিধানসভার কাজে কলকাতায় ছিলেন। সোমবার রাতে বাঁকুড়া ফেরেন। এরপর মঙ্গলবার সকালেই সোজা পুলিশের দ্বারস্থ হন। দোষীদের শনাক্তকরণের দাবি নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও পদ্ম বিধায়কের অভিযোগ দায়ের প্রসঙ্গে তৃণমূল বিরোধীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে দায়ী করেছে।প্রসঙ্গত, অজ্ঞাত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তীর ছুঁড়লেও সরাসরি তৃণমূলের বিরুদ্ধে এদিন মুখ খোলেননি তিনি। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তথ্য খাড়া করেছে শাসকদল। তৃণমূলের বক্তব্য, এক সময় যেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন নীলাদ্রিবাবু, সদ্য সমাপ্ত নির্বাচন ও সেখানেই চতুর্থ পদ্ম শিবির। তাই দলের মধ্যেই একাধিক বিভেদ তৈরি হয়েছে। মানুষ তাঁকে চাইছেন না। তাই এর পিছনে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই দায়ী।

পুরভোটের ফলাফল, ভাগ্য নির্ধারণ ৭৫ জন প্রার্থীর, গণনাপ্রক্রিয়ায় প্রস্তুত প্রশাসন

হাইলাকান্দি (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : মহারণের শেষে জয়-পরাজয়ের পালা। ভাগ্য নির্ধারণ হবে মহারণে অংশগ্রহণকারী ৭৫ জন প্রার্থীর। ১৬ সদস্য-বিশিষ্ট হাইলাকান্দি পুরসভার ৪৫ এবং দশ সদস্যের লালা পুরসভার ৩০ প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে আগামীকাল বুধবার। এই ৭৫ জন প্রার্থীর ভাগ্য ইভিএম-বন্দি হয়েছিল ৬ মার্চ। এবার গণনার পালা। পুরভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে বুধবার, হাইলাকান্দি সরকারি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। সকাল ৮-টা থেকে গণনাপর্ব শুরু হবে। কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে। ইতিমধ্যে সুষ্ঠুভাবে ও নির্বিঘ্নে গণনা পর্ব চালিয়ে নিতে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে নিয়েছে জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন।

ঐতিহ্যবাহী হাইলাকান্দি পুরবোর্ড এবার কার দখলে যাবে, তার ওপর সবার চোখ নিবদ্ধ। গত পুরবোর্ডে কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা জয়ী হয়ে বোর্ড গঠন করেছিলেন, এবার কি সেই পথেই হাঁটছে হাইলাকান্দি? নাকি, শাসক বিজেপি-র অনুকূলে যাচ্ছে বোর্ডের পাঁচ বছরের শাসনভার। এ নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই শহরজুড়ে। নানা রসায়ন, নানা অঙ্ক, নানান রসালো গল্প শহরের ভেতরে ও বাইরে। তবে বুধবার দুপুরের দিকে সব ছবি একেবারে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রথমবারের মতো হাইলাকান্দি স্বশাসিত সংস্থা দখল করার স্বাদ পেতে এবার মরিয়া প্রয়াস চালিয়েছে গেরুয়া দল। দলের প্রদেশ নেতৃত্ব থেকে জেলাস্তরের তাবড় তাবড় নেতারা, প্রাক্তন-বর্তমান বিধায়করা, সাংসদরা মাঠে নেমেছিলেন দলীয় প্রার্থীদের জয়ী করে আনতে। বিজেপি-র যে সব প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে মানব চক্রবর্তী ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে কল্যাণ গোস্বামী। মানব ও কল্যাণের মধ্যে একজনকে দল চেয়ারম্যান পদে প্রজেক্ট করে রেখেছে। তালিকায় রয়েছেন, অভিজিৎ দে, পল্লবী দেবনাথ, একমাত্র সংখ্যালঘু মহিলা জারিনা আখতার মজুমদার, কল্যাণময় সূত্রধর, নিতুমণি নাথ, বর্ণালী দত্ত পুরকায়স্থ, সংহিতা দেবনাথ, তাপস দেবনাথ, জ্যোতি দেবনাথ, দীপশিখা বিশ্বাস, রাজেশ মালাকার, শুক্লা পুরকায়স্থ প্রমুখ। নির্দলীয় যাঁদের ভাগ্য নির্ধারণ হবে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শিল্পী দাস, শম্পা সেনগুপ্ত, সুপর্ণা দাস, পার্থকুমার নাথ, উমা চৌধুরী, লাবি নাথ, পৃথ্বীরাজ শুক্লবৈদ্য, দেবানন্দ দাস, রাজু চক্রবর্তী, সুমিত্রা দেবনাথ, আব্দুল আজিজ মাঝারভুইয়াঁ, ঝুমা পাল, মাসুদ আহমেদ চৌধুরী, মুন্না দেব, মুমিনা বেগম মজুমদার, ঝরনা ভৌমিক, সাধনারানি নাথ, মীরা চৌধুরী প্রমুখ।কংগ্রেসের মিতালি গোস্বামী (ভট্টাচার্য) এবং প্রীতম দাস, এই দুই প্রার্থীর ভাগ্যে কী রয়েছে জানা যাবে আগামীকাল। এছাড়া, অসম গণ পরিষদের একমাত্র প্রার্থী আফিয়া বেগম চৌধুরী পুরসভায় যাওয়ার ছাড়পত্র জোগাড় করতে পারেন, কিনা তা-ও জানা যাবে এদিন। এআইইউডিএফ দল কোনও প্রার্থী দেয়নি পুর নির্বাচনে। এদিকে, হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন আগামীকাল হাইলাকান্দি ও লালা পুরসভার ভোট গণনা শান্তিপূর্ণভাবে ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

তৃণমূলের মহাসচিব থেকেই গেলেন পার্থ, সুব্রত রাজ্যসভাপতি

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি. স.) : পার্থ চট্টোপাধ্যায় যেমন দলের মহাসচিব থেকে গিয়েছেন তেমনি দলের রাজ্য সভাপতি থেকে গেলেন সুব্রত বক্সি। একইসঙ্গে মঙ্গলবার তৃণমূলনেত্রী দলের ৪টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। নতুন করে গঠন করেছেন দলের রাজ্য কমিটি, সাধারন সম্পাদকমন্ডলী ও মিডিয়া সেলের কমিটি।

দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে এদিন বসেছিল তৃণমূলের রাজ্যস্তরের সাংগঠনিক বৈঠক। সেই বৈঠক থেকেই বিরোধীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি দলের সংগঠনে প্রয়োজনীয় রদবদলের কথা জানিয়ে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নজরুল মঞ্চে তিনি যে তালিকা শুনিয়েছেন তা হল --- দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, দলের সহ-সভাপতি অমিত মিত্র, দলের মহিলা শাখার সর্বভারতীয় সভাপতি কাকলি ঘোষ দস্তিদার, দলের মহিলা শাখার রাজ্য সভাপতি হচ্ছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। দলের রাজ্য কমিটিতে সহ সভাপতি পদে থাকছেন সৌগত রায়, ব্রাত্য বসু, দেব, শতাব্দী রায়, আবদুল করিম, ডেরেক ও ব্রায়েন-সহ অন্যান্যরা। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে থাকছেন ফিরহাদ হাকিম, কুণাল ঘোষ, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শশী পাঁজা, প্রতিমা মণ্ডল, কৃষ্ণ কল্যাণী, রবি টুডু, তন্ময় ঘোষ ও অন্যান্যরা। দলের মিডিয়া সেলের দায়িত্বে থাকছেন কুণাল ঘোষ, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ও অন্যান্যরা। দলের সাংস্কৃতিক কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন রাজ চক্রবর্তী।

৪৩ কিলোগ্রাম হরিণের মাংস সমেত গ্রেফতার দুই

বিজনি (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : নিম্ন অসমের চিরাং জেলার বিজনিতে ৪৩ কিলোগ্রাম হরিণের মাংস সমেত দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের এই এলাকারই স্বরাম নার্জারি এবং রাঙলু বসুমতারি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

আজ মঙ্গলবার স্থানীয় ডুমডুম বাজারে হরিণের মাংস বিক্রি করার অভিযোগে এসএসবি এদের আটক করেছিল। এসএসবি-র জনৈক অফিসার জানান, স্বরাম নার্জারি এবং রাঙলু বসুমতারি, এই দুজন অবৈধভাবে ডুমডুম বাজারে হরিণের মাংস বিক্রি করছিল বলে এক খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। তাদের হেফাজত থেকে মোট ৪৩ কিলোগ্রাম হরিণের মাংস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত দুজনকে মাংস সহ স্থানীয় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, জানান অফিসার।তিনি জানান, ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী এই এলাকায় অবৈধভাবে দেদার বন্যপ্রাণীর মাংস বিক্রি হয়। গত ১৭ ফেব্রুয়ারিও অবৈধভাবে হরিণের মাংস বিক্রির অভিযোগে লাবডাংগুড়ির বাসিন্দা অবিন নার্জারি নামের এক ব্যক্তিকে বিজনির কুমারিচলি বাজার থেকে এসএসবির এক দল আটক করে পুলিশের কাছে সমঝে দিয়েছিল। সেদিন অবিন নার্জারির হেফাজত থেকে প্রায় ২০ কিলোগ্রাম হরিণের মাংস বাজেয়াপ্ত করেছিল এসএসবি।

তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৩০০ ডলার হতে পারে

মস্কো, ৮ মার্চ (হি.স.) : রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের তৃতীয়বারের বৈঠকেও বিশেষ ফল হয়নি। ইউক্রেন পরিস্থিতির প্রভাব পড়তে চলেছে তেলের আন্তর্জাতিক বাজারে। সূত্রে জানা যায়, রাশিয়ার অর্থনীতিকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য পশ্চিমী দেশগুলি সেদেশ থেকে তেল আমদানি বন্ধ করার কথা ভাবছে। রাশিয়া মঙ্গলবার পাল্টা হুমকি দিয়েছে, সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে এক ব্যারেল তেলের দাম বেড়ে ৩০০ ডলার বা ২৩ হাজার টাকার বেশি হতে পারে।

সোমবার ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের এক ব্যারেলের দাম ছিল ১৩৯ ডলার বা ১০ হাজার ৬৮৯ টাকার কিছু বেশি। আমেরিকা থেকে অপরিশোধিত তেল রফতানি করা হয়েছে প্রতি ব্যারেল ১১৯.৮৬ ডলার দরে। এদিন তেলের পাশাপাশি নিকেল ও অন্যান্য পণ্য কেনার জন্যও আগ্রহ দেখিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ইউক্রেনে রাশিয়ার হানাদারি না থামায় অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে। অনেক ব্যবসায়ীই প্রয়োজনীয় পণ্য আগে থেকে কিনে রাখতে চাইছেন।

রাশিয়ার উপ প্রধানমন্ত্রী আলেকজান্দার নোভাক বলেন, “আন্তর্জাতিক মহল যদি রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করে দেয়, তাহলে বিপর্যয় দেখা দেবে। প্রতি ব্যারেল তেলের দাম বাড়বে অভুতপূর্ব হারে। এমনকি তা ৩০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।” নোভাকের দাবি, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যে বিপর্যয়ের মুখে পড়বে, তার ধাক্কা সামলাতে সময় লাগবে এক বছর। তেল কিনতে হবে আগের চেয়ে অনেক বেশি দামে। তেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে অন্যান্য পণ্যের দাম।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের কৃতিত্বে অভিবাদন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী শক্তিকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের কৃতিত্বের জন্য নারী শক্তিকে অভিবাদনও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতি বছর ৮ মার্চ দিনটি পালন করা হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে। লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্য এই দিনটি পালিত হয়। শিল্প-সাহিত্য-সহ সমস্ত ধরনের ক্ষেত্রে এবং সমাজের সমস্ত কাজে মহিলাদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই এই দিনটি পালিত হয়।মঙ্গলবার সকালে টুইটারে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ”নারী দিবসে নারী শক্তি ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের কৃতিত্বের জন্য অভিবাদন। ভারত সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের দিকে মনোনিবেশ করবে।’ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী শক্তিকে কুর্নিশ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও।

নারী ক্ষমতায়ন ছাড়া মানবতার বিকাশ অসম্পূর্ণ

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী শক্তিকে কুর্নিশ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, নারী ক্ষমতায়ন ছাড়া মানবতার বিকাশ অসম্পূর্ণ। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে মঙ্গলবার সকালে টুইটে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিখেছেন, ’আন্তর্জাতিক নারী দিবসে” সাহস ও বীরত্বের প্রতীক নারী শক্তিকে কুর্নিশ।’প্রতি বছর ৮ মার্চ দিনটি পালন করা হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে। লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্য এই দিনটি পালিত হয়। এদিন সকালে টুইট করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, ’নারী ক্ষমতায়ন ছাড়া মানবতার বিকাশ অসম্পূর্ণ। মাতৃশক্তিকে শক্তিশালী ও সবল করে তুলে তাঁদের মধ্যে নতুন আস্থা জাগিয়ে তুলছে মোদী সরকার, যার ফলে নারীরা প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের কৃতিত্ব দিয়ে দেশকে গর্বিত করছেন।’

২০০ ভারতীয়, সরকার ও দূতাবাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): ’’অপারেশন গঙ্গা’’ অভিযানের অধীনে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে ভারত সরকার। এই অভিযানের আওতায় রোমানিয়ার সুসেভা থেকে মাতৃভূমিতে ফিরলেন ইউক্রেনে আটকে থাকা ২০০ জন ভারতীয়। বিশেষ বিমানে মঙ্গলবার দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন ২০০ জন ভারতীয়।মাতৃভূমিতে ফেরার পর সকলেই ভারত সরকার ও ভারতীয় দূতাবাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। ইউক্রেন থেকে দিল্লিতে ফিরে এক পড়ুয়া জানিয়েছেন, ’আমরা যখন বাসে চেপে গন্তব্যে যাচ্ছিলাম, তখন কোনও বোমা হামলা হয়নি। সরকার এবং আমাদের দূতাবাস আমাদের অনেক সাহায্য করেছে, আমরা ফিরে আসতে পেরে খুব খুশি।’

কাশ্মীর ও লাদাখের পাহাড়ে ফের তুষারপাত

শ্রীনগর, ৮ মার্চ (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের সমতল ভিজল বৃষ্টিতে, কাশ্মীর ও লাদাখের পাহাড় বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল, তবে খুব বেশি নয়। আগামী ২৪ ঘন্টা এমনই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে জম্মু-কাশ্মীরে। মঙ্গলবার কাশ্মীর ও লাদাখের উঁচু পাহাড়ে তুষারপাত হয়েছে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী ২৪ ঘন্টা এমনই আবহাওয়া থাকবে দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। আকাশ থাকবে মেঘলা।বৃষ্টি, তুষারপাত ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কারণে তাপমাত্রা বাড়ার পর শ্রীনগরে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে মাইনাস ২.২ ডিগ্রি, গুলমার্গে মাইনাস ৪.৫ ডিগ্রি, লাদাখের লেহ-তে মাইনাস ২.৪ ডিগ্রি, কার্গিলে মাইনাস ৮.৪ ডিগ্রি। জম্মুতে এদিন তাপমাত্রা ছিল ১২.৭ ডিগ্রি।

মেঘালয়ে উদ্ধার আরও প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট

শিলং, ৮ মার্চ (হি.স.) : মেঘালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলায় অভিযান চালিয়ে বিএসএফ এবং পুলিশের যৌথ বাহিনী উদ্ধার করেছে আরও প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ মাদক ইয়াবা ট্যাবলেট। মাদকদ্রব্য পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। প্রসঙ্গত এর আগে গত ৫ ফেব্রুয়ারি একই জেলায় দুই ব্যক্তির হেফাজত থেকে ৪.২৭ লক্ষ টাকার নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছিল বিএসএফ। আজ মঙ্গলবার মেঘালয়ে নিয়োজিত বিএসএফ-এর জনসংযোগ আধিকারিক জানান, রবিবার রাজ্য পুলিশের এক দল নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলায় অভিযান চালিয়ে তাঁরা পাঁচ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ মাদক ৯৮২টি ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছেন।

আগরতলায় দুর্গাচৌমুহনী বাজার সমিতির নির্বাচন মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

ইউক্রেনে আছড়ে পড়ল ৫০০ কেজির রুশ বোমা বহু হতাহতের আশঙ্কা

কিয়েভ, ৮ মার্চ (হি.স.) : ইউক্রেনের মাটিতে আছড়ে পড়ল ৫০০ কেজির অতিকায় বোমা। সেদেশের সুমি শহরের আবাসনের উপরে পড়া ওই বোমার আঘাতে এখনও পর্যন্ত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে দু'জন শিশু। ইউক্রেনের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে একটি টুইট করে একথা জানিয়েছে।

জানানো হয়েছে, "গত রাতে ফের মানবতা বিরোধী এক অপরাধ করেছে রুশ বিমান চালকরা। তারা ৫০০ কেজির একটি বোমা ফেলেছে এক আবাসনের উপরে। এর ফলে ১৮ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'জন শিশু রয়েছে।" যেহেতু আবাসনের উপরে বোমা পড়েছে, তাই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বারবার রুশ সেনা এভাবে লোকবসতিতে বোমা ফেলে সাধারণ মানুষের চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, মূলত মহিলা, শিশু ও বয়স্কদেরই টার্গেট করা হচ্ছে।

রুশ হামলা অব্যাহত ইউক্রেনে। এবার সুমিতে বোমা হামলায় মৃত কমপক্ষে ৯ জন। সুমিতে কয়েক হাজার ভারতীয়র বাস। মূলত চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে পড়ার জন্যই অনেক ভারতীয় পড়ুয়া সুমিকে বেছে নেন। তালিকায় অনেক বাঙালি পড়ুয়ার নামও রয়েছে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা অব্যাহত। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্তরে চাপ তৈরি হয়েছে মস্কোর উপর। বিশেষ করে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন কথা দিয়েছিলেন, হামলা চলবে সেনা ছাউনিকে লক্ষ্য করে। সুরক্ষিত থাকবে আমজনতা। কিন্তু বাস্তব অন্য কথাই বলে। পরিস্থিতির চাপে ক্ষণিকের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে আটকে থাকা মানুষদের নিরাপদে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরমধ্যেই মঙ্গলবার সুমিতে রুশ হামলায় কমপক্ষে ৯ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহত হয়েছেন অনেকজন। এই সুমিতেই বহু ভারতীয় থাকেন পড়াশোনার জন্য। স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা বেড়েছে সেই সব পরিবারের।

এদিকে দু'পক্ষের মধ্যে ইতিমধ্যেই শান্তি বৈঠক হলেও ইউক্রেনের উপরে লাগাতার গোলা বর্ষণ জারি রেখেছে রুশ সেনা। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের জেরে ১২০৭ সাধারণ মানুষ হতাহত হয়েছে। এদের মধ্যে ৪০৬ জন নিহত এবং ৮০১ জন আহত বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জ।

সুস্থতা ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): ভারতে ৪-হাজারের নীচে নেমে এসেছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যাও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, তবে আগের দিনের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। সোমবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৯৯৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১০৮ জন রোগীর। বলাই যেতে পারে করোনার প্রকোপ কাটিয়ে দেশ ধীরে ধীরে সুস্থতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৪,৯৯, ৪৮-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৪,১৭০ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১২ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ২১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৬৩ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৭৯,১৩,৪১,২৯৫ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০৮ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,১৫,২১০ জন (১.২০ শতাংশ)। সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮,০৫৫ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৪,০৬,১৫০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৮ শতাংশ।

পূর্ব কলাবাড়িয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ মার্চ।। 'রক্তদান মহৎ দান' এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মঙ্গলবার সকালে বিলোনিয়া মহকুমাধীন পূর্ব কলাবাড়িয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে স্কুল প্রাঙ্গনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। আজ ছিল পূর্ব কলাবাড়িয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ২০২২ সালের সাত দিনব্যাপী চলা জাতীয় সেবা প্রকল্পের ষষ্ঠ দিন। বিগত পাঁচদিন ব্যাপীও বিভিন্ন রকম কর্মসূচি করেছিলেন এনএসএস ইউনিট কর্তৃপক্ষ। আজ স্কুল প্রাঙ্গনে রক্তদান শিবির এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিবির এবং আয়ুষ্মান ভারত আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ, ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন পুতুল পাল বিশ্বাস, আয়ুষ্মান ভারত দক্ষিণ জেলা কো-অর্ডিনেটর ভানুশ্রী চৌধুরী, জাতীয় সেবা প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার প্রবীর মজুমদার সহ স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং আরো অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা। পূর্ব কলাবাড়িয়া দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে সাড়া দিয়ে স্বাস্থ্য শিবির এবং রক্তদান শিবিরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি এলাকাবাসীরা এগিয়ে এসেছেন। স্থানীয় অভিভাবক মহলের দাবি পূর্ব কলাবাড়িয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেন প্রত্যেক বছর এই ধরনের কর্মসূচি করে থাকেন। কারণ গ্রামের খেটে খাওয়া জনসাধারণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে পেরে পাশাপাশি ঔষধ পেয়ে খুবই আনন্দিত। পরিশেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত তুলে ধরলেন দক্ষিণ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ।

মিজোরাম

● আটের পাতার পর

সমাধান করতে চাইছে। তিনি বলেন, ১৯৮৭ সালের ২০ আগস্ট নির্ধারিত আন্তঃরাজ্য ইনার লাইনে কাছাড়ের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী অবস্থানগুলি স্বীকার করেছে মিজোরাম সরকার।

গৃহমন্ত্রী লালচামলিয়ানার অভিযোগ, ইনার লাইনের অধীনে বিশাল পরিমাণ এলাকা বর্তমানে অসমের দখলে রয়েছে বা অসমের অধীনে চলে গেছে। রাজ্য বিধানসভাকেও নাকি তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁরা এখনও মিজোরামের কোনও অঞ্চল হারাননি। তবে যতটুকু অসমে দখলে গেছে, সেগুলি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। মিজোরামের প্রকৃত ভূখণ্ড, যা বর্তমানে অসমের অধীনে, তা হয়ত পরিমাপ এবং প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বলেন, ১৮৭৫ সালে জারিকৃত নোটিশ অনুযায়ী সীমানাকে মেনে নিতে রাজ্য সরকার এবং মিজো নাগরিকরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তবে এটা ঠিক, মিজোরাম হারানো সীমান্তবর্তী ভূখণ্ড দখলে আনবে।

প্রসঙ্গক্রমে গৃহমন্ত্রী বলেন, যদিও উভয় রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসন থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্তর পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধের সমাধান করার চেষ্টা করছে, এখন পর্যন্ত কোনও উল্লেখযোগ্য ফলাফল সাধিত হয়নি। তিনি বলেন, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা গত বছরের নভেম্বরে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। ওই বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সকল স্টেকহোল্ডার সহ তাঁদের নিজস্ব প্যানেল তৈরি করতে সম্মত হয়েছেন দুই রাজ্যের প্রধান। এর পর অবশ্য উভয় নেতা সময় সময় মুখ্যমন্ত্রী স্তরে আলোচনা করছেন, বলেন মিজোরামের গৃহমন্ত্রী লালচামলিয়ানা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বুথফেরত সমীক্ষার ফল বেরোতেই মোদীর কাছে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.) : সোমবার বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফলে বলা হয়, গোয়ায় লড়াই হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি। ভোটের ফল প্রকাশিত হবে বৃহস্পতিবার। তার আগে মঙ্গলবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি গোয়ায় ভোট হয়। প্রমোদ সাওয়ান্ত এদিন গোয়ায় বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে মোদীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

২০১৯ সালে গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পরিকর মারা যান। তিনি ছিলেন গোয়ার জনপ্রিয় নেতা। তাঁর মৃত্যুর পরে এই প্রথমবার ভোট হচ্ছে গোয়ায়। এদিন মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পরে সাওয়ান্ত রওনা হন মুম্বইয়ের উদ্দেশে। সেখানে তিনি বিজেপির তরফে গোয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে দেখা করবেন। একটি সূত্রে জানা যায়, গোয়ায় মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন ফড়নবিশ। ভোটের পরে ওই দলের সঙ্গে বিজেপির জোট হওয়া অসম্ভব নয়।

বুথফেরত সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ৪০ আসনবিশিষ্ট গোয়া বিধানসভায় কংগ্রেস ও বিজেপি, উভয়েই পাবে ১৬ টি আসন। সেখানে গরিষ্ঠতা পেতে গেলে চাই ২১ টি আসন। বিজেপি অবশ্য এক্সিট পোলের ফল উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের দাবি, বিজেপিই একক গরিষ্ঠতা পাবে।

নারী শক্তি পুরস্কার পেলেন ২৯ মহিলা, মেয়েদের সমান সুযোগ দেওয়ার অঙ্গীকারের আহ্বান রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ২০২০ ও ২০২১ সালের নারী শক্তি পুরস্কার প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ২৯ জন মহিলাকে মঙ্গলবার নারী শক্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। আর্থিক ক্ষেত্র ও সমাজে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মহিলাদের ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এমন নারীদের বেছে নেওয়া হয় পুরস্কার দেওয়ার জন্য। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রপতি ভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মোট ২৯ জন মহিলার হাতে নারী শক্তি পুরস্কার তুলে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

নারী শক্তি পুরস্কার পাওয়া ২৯ জন মহিলার মধ্যে রয়েছেন তাঁতশিল্পী ও পেশায় শিক্ষিকা আরতি রাণা, ডাঃ এলা লোধ (মরণোত্তর), জয়া মুথু ও তেজাম্মা, বাতুল বেগম (ভারতীয় লোকসংগীত প্রচারের জন্য এই সম্মান), অংশুল মালহোত্রা, কমল কুম্ভার, মাধুলিক রামটেকে, নীনা গুপ্তা (গণিতে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য), নীরজা মাধব, নিরঞ্জনবেন মুকুলভাই কালারথি প্রমুখ। নারী দিবস উপলক্ষ্যে এদিন মহিলাদের অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। টুইট বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানান, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই মহিলারা দৃষ্টান্তমূলক অবদান রেখেছেন। তাঁদের সুরক্ষা, মর্যাদা ও সমান সুযোগ দেওয়ার অঙ্গীকার আমাদের সকলের নেওয়া উচিত।

জলে ডুবে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ মার্চ।। বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন ইট ভাট্টা গুলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উঠতে থাকে বিভিন্ন সময়। বেশ কয়েকটি ইট ভাট্টায় একের পর এক দুর্ঘটনার পাশাপাশি অকাল মৃত্যু ঘটে শ্রমিক কিংবা শ্রমিকের সন্তানদের। একই ভাবে বিলোনিয়া চিত্তামারা এলাকায় মা কালী ভাট্টাতে এক শ্রমিকের দেড় বছরের শিশু পুত্রের মৃত্যুর ঘটনার শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই গত সোমবার বসুন্ধরা ভাট্টায়ও জলে ডুবে মৃত্যু হয় দুই বছরের শিশু কন্যার। অবশেষে সংবাদের জেরে তড়িঘড়ি বসুন্ধরা ইট ভাট্টায় মঙ্গলবার সকালে ছুটে যান বিলোনিয়া মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস। সাথে ছিলেন ডিসিএম, লেবার ইন্সপেক্টর, ডি আই এস ই কর্মকর্তারা সহ রাজনগরের সিডিপিও। বসুন্ধরা ভাট্টায় গিয়ে সরোজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের শেষে জানান , সবকিছু খতিয়ে দেখার পর কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে জানান মহকুমা শাসক। এই শিশুর মৃত্যুর জন্য কে দায়ী তা তদন্ত করে পদক্ষেপ নেবেন বলেও জানান মহকুমা শাসক।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। উল্লেখ্য, মায়ের মন্দিরের এই রূপার দরজা তৈরি করতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪৫২টাকা।

সাক্রমে

● প্রথম পাতার পর

বৈঠকে সাংসদ বিনোদ কুমার সোনকার, মুখ্যসচিব কুমার অলক, বিএসএফ-এর আইজি (আইপিএস) সুশান্ত কুমার নাথ সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ বিকাল ৩টায় সাবম কলেজ সংলগ হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টারে অবতরণ করেন।

বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হতে পারে। যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং সিং পুরি নিশ্চিত করেছেন, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউক্রেনীয় শহর সুমিতে আটকে পড়া ভারতীয় ছাত্রদের সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং তাদের বাসে করে পোলতাভা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কর্মসূচি

● প্রথম পাতার পর

ব্যাণ্ডের একটি মনো' পরিবেশনা। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা এবং ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়।

পরদিন ১০ মার্চ সকাল ৭টায় স্থানীয় ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের মাঠে একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। তার সাথে থাকবে যোগাসন পরিবেশনা এবং একটি সংক্ষিপ্ত সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা সভাধিপতি অন্তরা সরকার এবং আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস। অনুষ্ঠানগুলি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে। বুনিয়াদি ও মধ্যশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা চান্দনী চন্দ্রন এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আজ ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এক সাইকেল র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্য মহিলা কমিশন কার্যালয়ে আজ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা রাধা দেববর্মা, কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী, ভাইস চেয়ারপার্সন অমিতা বনিক, সদস্যা ডালিয়া সিংহ, মৌসুমী দাস, সদস্য সচিব রূপক ভ-াচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন। তাছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। এরপর মহিলা কমিশনের কার্যালয় থেকে এক সাইকেল র‍্যালী শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কমিশন কার্যালয়ে এসে সমাপ্ত হয়। সাইকেল র‍্যালীতে অংশ গ্রহণ করেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী।

আগামী নির্বাচনে

● প্রথম পাতার পর

ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি। এজন্য রাজ্য সরকার ৪৯.২ একর জমি দিয়েছে। আজ বিকেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রথমে ভূমি পূজা করেন। এরপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের চার বছর হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রীর নেত'ত্বে এই সরকার সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গত ৫০ বছরের ত্রিপুরাকে বদলানোর কাজ এই সরকার করছে। তিনি বলেন, ২০১৮ সালের আগে যতবার ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির দর্শন করেছেন ততবারই প্রার্থনা করেছেন ত্রিপুরায় এমন একটি সরকার আসুক যে সরকার ত্রিপুরাকে আতঙ্কবাদ এবং নেশা থেকে মুক্ত করবে এবং বিকাশের পথে নিয়ে যাবে। তিনি জানান, আজ তিনি বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত ঘুরে এসেছেন। গত চার বছরে রাজ্যে সড়ক সহ যে পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে এজন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরাতেই এই প্রথম ন্যাশানাল ফরেন্সিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস হচ্ছে। ত্রিপুরার যুবক যুবতী এবং বাচ্চাদের জন্য এটা খুবই বড় বিষয়। যারা এখান থেকে স্নাতক হবে তাদের জন্য চাকরি নিশ্চিত। তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা, অনুপ্রবেশের সমস্যা, নেশাদ্রব্য ব্যবহারের সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। সাইবার অপরাধেরও মোকাবিলা করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে এখানে ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি চালু হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হবে। এখানে যেমন ছেলেমেয়েরা পড়বে তেমনি কলেজে পড়ানোর প্রফেসারও পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এখানে তিন চার হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ তৈরি করবে। এর পাশাপাশি এই এলাকারও বিকাশ হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দিনে রাজ্য সরকার মহিলা স্বশক্তিকরণে কিছু নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিদ্ধান্তগুলি তুলে ধরেন। তিনি জানান, রাজ্য সরকারের সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে। তিনি বলেন, রাজ্যে ৫৪টি চা বাগান রয়েছে। চা বাগান শ্রমিকদের জন্যও রাজ্য সরকারের নতুন একটি প্রকল্প ঘোষণা করেন তিনি। সবশেষে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়াশুনা করবে তাদের উজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, উত্তর পূর্বা'লের এই অ'লেই প্রথম ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস হতে চলেছে। ত্রিপুরার মানুষ ভাগ্যবান। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রচেষ্টাতেই ত্রিপুরাতে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে। আর এই বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে প্রথম ধাপে ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। পরবর্তী ধাপে তিন বছরে আরও ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হবে। শুধু উত্তর পূর্বা'লই নয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য আসবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীরাও। এতে আগামীদিনে এই অ'লের আমূল পরিবর্তন হবে। এর পাশাপাশি এই ফরেন্সিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে চিনবে গোটা বিশ্ব।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অংশ হিসেবে নারী শক্তির বিকাশে বিশেষ ভূমিকা এবং কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত ধরে রাজ্যের ১০ জন মহিলাকে সংবর্ধিত করা হয়। সম্মাননা প্রাপক মহিলারা হচ্ছেন স্বসহায়ক দলের সদস্যা প্রিয়াঙ্কা ভৌমিক, সোমা বর্মণ, সাইমন দেবী জমাতিয়া, জোনাকি দে দত্ত, মিঠু রুদ্রপাল ও ফুলবন্তী জমাতিয়া। সেই সাথে নারী ও শিশুদের পোষণ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংবর্ধিত হন দুই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পিয়ারা বেগম ও মনোয়ারা বেগম। ক্রীড়াক্ষেত্রে অ্যাথলেটিে' বিশেষ অবদানের জন্য সংবর্ধিত হন প্রিয়াঙ্কা দাশগুপ্ত। এর পাশাপাশি টিসিএস গ্রেড টু পরীক্ষায় শীর্ষ স্থানাধিকারী হিসেবে সম্মানিত হন ক'তিকা সাহা। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাদের সকলকে পুরস্ক'ত করে সম্মানিত করেন।

এদিন অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, কারামন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় কুমার ভাল্লা, মুখ্যসচিব কুমার অলক এবং জাতীয় ফরেন্সিক বি'ান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জে এম ব্যাস। এদিন উত্তর পূর্বের বুকে রাজ্যে প্রথমবারের মতো জাতীয় ফরেন্সিক বি'ান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকলো ত্রিপুরার আপামর জনসাধারণ।

উৎকন্ঠায় দেশ

● প্রথম পাতার পর

এগুলি কোনও ভাবেই ভোটের সময় ব্যবহার করা হয়নি। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ইভিএমগুলি এখন স্ট্রং রুমে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাহারায়।

এদিকে, গোয়ায় বিজেপির জয়ের বিষয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী গোয়ার বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা প্রমোদ সাওয়ান্ত। মঙ্গলবার প্রমোদ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, ৪০টি আসনের মধ্যে ২০টিরও বেশি আসনে জিতবে বিজেপি। অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষা জানাচ্ছে বিজেপিই জিতছে। নির্দল ও আঞ্চলিক দলের সমর্থনে আমরাই সরকার গঠন করব। তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা করবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, প্রয়োজন হলে এমজিপি-র সমর্থন চাইব। প্রমোদ আরও বলেছেন, 'নির্বাচন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। সর্বোচ্চ আসন নিয়ে আমরাই সরকার গঠন করব। আমি মনে করি আমরা আবারও গোয়ায় সেবা করার সুযোগ পাব।'

উল্লেখ্য, অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষা জানাচ্ছে, গোয়ায় এ বার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে পারে। ৪০টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১৩-১৭, কংগ্রেস-গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টির জোট ১২-১৬, তৃণমূল-মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির জোট ৫-৯ এবং নির্দল ও অন্যেরা ০-২টি আসনে জিততে পারে। কয়েকটি বুথ ফেরত সমীক্ষা আবার দাবি করেছে, বিজেপি-কে টপকে কংগ্রেসই গোয়ায় ক্ষমতা দখলের দৌড়ে এগিয়ে থাকবে।

সে যাইহোক, আপাতত ভোটের ফলের অপেক্ষায় তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সহ-সভাপতি লুজিনহো ফালেইরো জানিয়েছেন, 'গোয়ায় কী হতে চলছে তা কেউ বলতে পারবেন না...দেখা যাক ভোটের ফল কী হয়। মাত্র ৩ মাসের মধ্যেই গোয়ার রাজনীতিতে ছাপ ফেলেছে তৃণমূল। আমরা শীঘ্রই পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়ব।'

বাজেয়াপ্ত

● প্রথম পাতার পর

চালানোর সময় যথারীতি ওই লরি থেকে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধার করা গাজার আনুমানিক বাজার মূল্য ১৫ লক্ষাধিক টাকা বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন। বহিঃরাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে গাঁজা গুলি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল বলেও জানা যায়।

উল্লেখ্য, জাতীয় সড়কে প্রায়ই গাড়ি আটক করে গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলেও পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

ইমানুয়েল মাকরঁ-র অনুরোধেই ওই সিদ্ধান্ত নেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। সোমবারই পুতিনের সঙ্গে কথা হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর মঙ্গলবার ফের মানব করিডর তৈরির জন্য সামরিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল রাশিয়া।

ক্রীড়া

জার্সি গায়ে খেলবেন মেসি ও রোনাল্ডো ? ‘স্বপ্নের দল’ নিয়ে তুঙ্গে জল্পনা

এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায়। এঁদের দু’জনকে নিয়ে ভক্তদের উন্মাদনারও শেষ নেই। ভাবুন তো সেই দুই মহাতারকা যদি একসঙ্গে একই দলের জার্সিতে খেলেন, তাহলে ছবিটা ঠিক কেমন হবে? হ্যাঁ, কথা হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং লিওনেল মেসির। যাঁদের নাকি অদূর ভবিষ্যতে এই ক্লাবের হয়ে খেলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গত রবিবার আবার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে না খেলায় সিআর সেভেনকে নিয়ে নতুন করে জটিলতা তৈরি হয়েছে। ম্যাচ শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগেই ক্লাবের তরফে জানানো হয়, চোটের কারণে খেলতে পারবেন না পর্তুগিজ মহাতারকা। কিন্তু পরে ‘দ্য অ্যাথলেটিক’ পত্রিকায় জানা যায়, ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বির আগেই নাকি তিনি পর্তুগাল উড়ে যান। যা ম্যান ইউর কাছেও অজানা ছিল। বিতর্ক আরও উসকে যায় সিআর সেভেনের বোনের একটি মন্তব্যে। তিনি নাকি জানান, রোনাল্ডো আহতও নন, অসুস্থও নন। তিনি ১০০ শতাংশ ফিট। এরপর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, তাহলে কেন হঠাৎ করে ডার্বিতে নামলেন না রোনাল্ডো? এই জল্পনার মাঝেই সামনে আসে নয়া তথ্য।

শোনা যাচ্ছে, ম্যান ইউর সঙ্গে সম্পর্কে ইতি টেনে তিনি লিগ ওয়ান ক্লাব প্যারিস সাঁ জাঁ’য় যোগ দেবেন। চলতি ২০২১-২২ মরশুমেই নাকি রেড ডেভিলস ছাড়ার ভাবনা চিন্তা করছেন রোনাল্ডো। গত বছরই একাধিক ক্লাবের সঙ্গে লড়াই করে রেকর্ড অঙ্কে তাঁকে সই করিয়েছিল ম্যান ইউ। কিন্তু পুরনো ক্লাবে হয়তো নিজের দ্বিতীয় ইনিংস দীর্ঘায়িত করবেন না রোনাল্ডো। আর প্যারিস সাঁ জাঁর দিকে ঝোঁকার অর্থ মেসির সঙ্গে জুটি বেঁধেই খেলবেন তিনি। ভুললে চলবে না, এই দলে রয়েছেন নেইমারও।

মাঝে একবার শোনা গিয়েছিল, ম্যান ইউ ছেড়ে আবার পুরনো ক্লাব জুভেন্তাসে ফিরতে পারেন পর্তুগিজ স্ট্রাইকার। কিন্তু সম্প্রতি সেই জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছে রোনাল্ডোর ঘনিষ্ঠই। তাই পাঁচবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী তারকার পিএসজিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাই ক্রমে দৃঢ় হচ্ছে। আর তেমনটা হলে ‘স্বপ্নের দলে’র সাক্ষী থাকবেন ফুটবলপ্রেমীরা।

প্রিয় নায়কের বিদায় ঐতিহাসিক মেলবোর্নে

তাইল্যান্ডে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর কেটে গিয়েছে ৭২ ঘণ্টা। সোমবার কিংবদন্তি অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার শেন ওয়ার্নের ময়নাতদন্তের পরে তাইল্যান্ড পুলিশ জানিয়ে দিয়েছে, মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক। আইন মেনে সেই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট তুলে দেওয়া হয়েছে আইনজীবীদের হাতে।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, যে রিসর্টে ওয়ার্ন ছিলেন, সেখানকার কর্মী এবং ওয়ার্নের বন্ধুরাও জানিয়েছেন, মৃত্যুর ঘণ্টা খানেক আগেও স্বাভাবিক ছিলেন তিনি। পরের দিকে অবস্থার অবনতি ঘটে। কয়েক জনকে নিজের ক্রিকেট জীবনের শার্ট, সোয়েটারও উপহার দেন ওয়ার্ন। খেয়েছিলেন অস্ট্রেলীয় স্ন্যাক্সও। এমন কথাই জানিয়েছেন, ওয়ার্নের এক সঙ্গী।

টম হল এ রকমই এক জন ব্যক্তি। যিনি কোহ সামুই দ্বীপের যে রিসর্টে ওয়ার্ন ছুটি কাটাচ্ছিলেন, সেখানেই ছিলেন। পেশায় তিনি একটি খেলার ওয়েবসাইটের প্রধান এগজিকিউটিভ। তিনিও জানিয়েছেন, ওয়ার্নের মৃত্যুর কিছুটা সময় আগে পর্যন্ত কোনও রকম অস্বাভাবিকতা তাঁর চোখে পড়েনি।

ওয়েবসাইটে হল লিখেছেন, “রিসর্টে পা দিয়েই ওয়ার্নের প্রশ্ন ছিল, ‘অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের টেস্ট ম্যাচ এখানে কী ভাবে দেখব। খেলা তো মনে হয় শুরু হওয়ার মুখে।’ আসলে ওয়ার্নি এবং ক্রিকেটকে কখনও আলাদা করা যেত না।” হলের লেখা থেকে জানা গিয়েছে, কিছুক্ষণ ক্রিকেট দেখার পরেই হঠাৎ নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। তার পরেই হন্তদন্ত হয়ে আবার টিভির সামনে চলে আসেন ওয়ার্ন। হল লিখেছেন, “দু’হাত ভরে ক্রিকেট খেলার পোশাক নিয়ে এসেছিল ওয়ার্ন। মনে হচ্ছিল ওগুলো বিক্রি করবে। শেন আমাদের ওয়েবসাইটে কাজ করেছে আমার সঙ্গে। তাই ওই পোশাকের মধ্য থেকে আমাকে ২০০৫ সালের অ্যাশেজে গায়ে দেওয়া ওর জাম্পার, ২০০৮ সালে আইপিএলের শার্ট, ওয়ান ডে ম্যাচের শার্ট উপহার দেয়। এগুলো সব অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডে রাখা ছিল। এর পরেই আমাদের সঙ্গে আড্ডায় বসে প্রথম আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসকে নেতৃত্ব দিয়ে চ্যাম্পিয়ন করার গল্প বলতে শুরু করে। আলোচনার মাঝেই নানা রসিকতা, মজার গল্প ছিল। এক সময়ে আমরা খাওয়া শুরু করি।” যোগ করেছেন, “ওয়ার্নির সঙ্গে আমি নানা নৈশ বা মধ্যাহ্নভোজে গিয়েছি অতীতে। তাই জানি কোন খাবারগুলো ওর পছন্দ। কিন্তু ও সে দিন কিছু স্থানীয় খাবারের সঙ্গে অস্ট্রেলীয় স্ন্যাক্স খাচ্ছিল। আর সে বলছিল, এই খাবারের স্বাদকে কেউ হারাতে পারবে না। এই ছিল মৃত্যুর ঘণ্টা খানেক আগে শেনের বক্তব্য।”

মৃত্যুর কিছু সময় আগে বুকে ব্যথা হচ্ছিল ওয়ার্নের। শ্বাসকষ্টও শুরু হয়। হল জানিয়েছেন, এই সময়ে ওয়ার্নের সঙ্গে থাকা ব্যক্তিরা কেউ ওকে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার কথা বলেননি। হল লিখেছেন, “ওয়ার্ন জানত ওর অতিরিক্ত ওজন রয়েছে। সে কারণে কঠোর পরিশ্রম ও ব্যায়াম করত। কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে দেখে ওর বন্ধুরা এর পরে অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে আনে।’এ দিকে, ওয়ার্নের ম্যানেজার জেমস এরস্কাইন জানিয়েছেন, গত দু’সপ্তাহ তরল খাবার খেয়েছিলেন কিংবদন্তি লেগস্পিনার। সম্প্রতি বুকে ব্যথা হওয়ার কথাও জানিয়েছিলেন। নাইট নেটওয়ার্ককে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, “দিনে চার বার করে তরল খাবার গত ১৪ দিন ধরে খাচ্ছিল শেন। সে দিন এক বার খাবার খেয়েছিল। কিন্তু ধূমপান চলছিলই। এতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারে ও। কারণ, ঘটনার কয়েক দিন আগে থেকেই বুকে ব্যথার কথা বলত ওয়ার্নি।”

এরই মধ্যে প্রয়াত ক্রিকেটারের পরিবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার টিভি সংস্থা নাইন নেটওয়ার্ক জানিয়েছে, মেলবোর্ন ক্রিকেট মাঠে ওয়ার্নের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। শেষ বিদায়ে স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকবেন এক লাখ মানুষ। এই মাঠেরই দক্ষিণ দিকের স্ট্যান্ড শেন ওয়ার্নের নামে করা হবে বলে জানিয়েছেন মেলবোর্ন মাঠের পরিচালন সমিতি।

এ দিন ওয়ার্নের পরিবারের তরফে এক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে ওয়ার্নের বাবা-মা লিখেছেন, “একটা শেষ না হওয়া দুঃস্বপ্নের শুরু হল। আর কোনও দিন শেনকে দেখতে পাব না, ভাবতে পারছি না। আশা করব, ও যে সুখের স্মৃতি রেখে গিয়েছে, তা এই দুঃখকে কিছুটা লাঘব করবে।” এরই মধ্যে ভিক্টোরিয়া প্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী জেমস মেরলিনো বলেছেন, “পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ওয়ার্নের শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে আমরা কাজ শুরু করেছি।”

নিজের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে এবার সাফাই দিলেন গাভাসকর

শেন ওয়ার্নের আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ ক্রিকেট বিশ্ব। তারই মধ্যে সুনীল গাভাসকর বলে দেন, তাঁর মতে, বিশ্বের সেরা স্পিনার ওয়ার্ন নন। অজি কিংবদন্তির থেকে অনেক এগিয়ে মুথাইয়া মুরলীথরন। শোকের আবহে ওয়ার্নকে নিয়ে গাভাসকরের এমন মন্তব্যে বিতর্কের ঝড় ওঠে। এবার সেই বিতর্ক নিয়ে সাফাই দিলেন ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটার।

প্রথমে জেনে নেওয়া যাক একটি সর্বভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেলে ওয়ার্ন সম্পর্কে গাভাসকর ঠিক কী বলেছিলেন। গাভাসকরকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি কি ওয়ার্নকেই সেরা স্পিনার বলে মানেন? এর উত্তরে নিজের মতামত জানান গাভাসকর। বলেন, “আমার তেমনটা মনে হয় না। আমার মতে, ওয়ার্নের থেকে ভারতীয় স্পিনার এবং শ্রীলঙ্কার মুথাইয়া মুরলিথরন অনেক এগিয়ে। এমনকী ব্যাঙ্কিংয়ের দিকে তাকালেও দেখা যাবে ভারতীয় স্পিনাররা ওয়ার্নের উপরে রয়েছেন।” এখানেই থামেননি গাভাসকর। যোগ করেন, “ভারতের বিরুদ্ধে শেন ওয়ার্নের রেকর্ডের দিকে তাকান। অত্যন্ত সাধারণ। ভারতের মাটিতে নাগপুরে মাত্র একবারই পাঁচ উইকেট পেয়েছিলেন তিনি। তাও আবার জাহির খানের জন্য। যে সব ভারতীয়রা স্পিনটা ভাল খেলেন, তাঁদের কাছে কিন্তু খুব একটা কঠিন বাধা ছিলেন না ওয়ার্ন। সেই কারণেই আমি তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে পারব না।” ভারতের বিরুদ্ধে বেশি সাফল্য পাওয়ায় শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি স্পিনার মুরলিথরনকেই এগিয়ে রাখলেন গাভাসকর। বলে দেন, “আমার পছন্দের তালিকায় ওয়ার্নের উপরেই থাকবেন মুরলিথরন।”

আর এই নিয়েই যাবতীয় জলঘোলা তৈরি হয়। তবে বিষয়টি ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধার পর গাভাসকর আক্ষেপের সুরেই বলেন, এমন স্পর্শকাতর সময়ে এমন প্রশ্ন করা উচিত হয়নি সঞ্চালকের। পাশাপাশি তিনি এও স্বীকার করেন, সদ্য প্রয়াত ওয়ার্নের সঙ্গে কারও তুলনা টেনে তিনিও ঠিক করেননি। ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করে বলেন, “এমন পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নটা যেন করা উচিত ছিল না, তেমনই আমারও উত্তর দেওয়া ঠিক হয়নি। কারও সঙ্গে তুলনা টানার এটা সঠিক সময় ছিল না।” এরপরই বলে দেন, “ক্রিকেট জগতে ওয়ার্ন অন্যতম সেরা তারকা। রডনি মার্শও বিশ্বের অন্যতম সেরা উইকেটকিপার। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি। তবে এও স্পষ্ট করে দেন, তিনি যা মনে করেন, সেটাই টিভি চ্যানেলে অকপটে বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর চোখে যে ভারতীয় স্পিনার ও শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তিই সেরা, ওয়ার্নের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও সেটা আবার পরিষ্কার করে দিলেন।

দেশের প্রতি দায়বদ্ধ নন শাকিব

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নাজমুল হাসান প্রশ্ন তুললেন শাকিব আল হাসানের দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে। খুব বেশি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে রাজি নন শাকিব আল হাসান। সোমবার সেই কথা জানাতেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান নাজমুল হাসানের রোষের মুখে পড়লেন তিনি।

শাকিব জানিয়েছেন তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিরতি নিতে চান। সেই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে খেলবেন না তিনি। নাজমুল প্রশ্ন তোলেন, আইপিএল-এ নিজের নাম নথিভুক্ত করালে দেশের হয়ে কেন খেলবেন না শাকিব। এক সংবাদমাধ্যমকে বিসিবি প্রধান বলেন, “শাকিবের যদি শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ভাল না হয়, তা হলে আইপিএল-এ নাম নথিভুক্ত কেন করাল সেই নিয়ে ভাবা উচিত। যদি আইপিএল-এ দল পেত তা হলে একই কথা বলত? শাকিব যদি বাংলাদেশের হয়ে খেলতে না চায় তা হলে আমাদের কিছু করার নেই।”

নাজমুল আরও বলেন, “শাকিব বলে যেতে পারে না, এই ম্যাচ খেলব, ওই ম্যাচ খেলব না। আমরা যাদের ভালবাসি, তাদের প্রতি সব সময়ই নমনীয় থাকি। কিন্তু তাদেরও পেশাদার হতে হবে। না হলে আমাদের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যেটা পছন্দ নাও হতে পারে।”

দক্ষিণ আফ্রিকা বিরুদ্ধে টেস্ট এবং এক দিনের সিরিজের জন্য যে দল নির্বাচন করা হয়েছিল, সেখানে নাম ছিল শাকিবের। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিনটি এক দিনের ম্যাচ এবং দু’টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৭৪ রান এবং সাতটি উইকেট নিয়েছেন শাকিব। নাজমুল বলেন, “আমি সকলকে বলেছি, যদি কেউ খেলতে না চায় তা হলে আগে থেকে জানাতে হবে। কিন্তু এ রকম করা উচিত নয়।”

৫০০ উইকেট পাবেন অশ্বিন

মোহালিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে কপিল দেবের ৪৩৪ উইকেটের মাইলফলক টপকে গিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এ বার অশ্বিন পেয়ে গেলেন কপিলের প্রশংসা। ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক মনে করেন ৫০০ টেস্ট উইকেট পেতে পারেন অশ্বিন। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কপিল বলেন, “দুর্দান্ত সাফল্য। তাও আবার এমন এক জন এই মাইলফলক ছুঁল যে সাম্প্রতিক অতীতে খুব বেশি খেলার সুযোগ পায়নি। সেই সুযোগগুলো পেলে আরও আগে ৪৩৪ উইকেট টপকে যেতে পারত ও। আমি অশ্বিনের জন্য খুশি। আমি কেন দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখব? আমার সময় এখন অতীত।”

৬৩ বছরের কপিল মনে করেন ৫০০ উইকেট পাবেন অশ্বিন। তিনি বলেন, “অশ্বিন দুর্দান্ত ক্রিকেটার। খুব বুদ্ধিমান স্পিনার ও। অশ্বিনের এখন উচিত ৫০০ উইকেট নেওয়ার লক্ষ্য স্থির করা। আমি বিশ্বাস করি ও এই চেষ্টা করবে এবং ৫০০ উইকেট নেবে। তার থেকে বেশিই নেবে।”

PRESS NOTICE INVITING eTENDER (PNIeT)

1. **The Executive Engineer,WRD-I,Kunjaban,Agartala, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage Rate e-tender for the following works:**
2. NIeT No.:- 33/EE/WRD-I/e-tender/2021-2022. Dated:- 07.03.2022

Sl. No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Bid Fee	Time for completion
1	DNIeT No. 19/SE/WRC-I/DNIeT/2021-22	Rs. 1,26,78,828.00	Rs. 2,53,577.00	Rs. 4,000.00	06(six)months.
2	DNIeT No. 23/SE/WRC-1/DNIeT/2021-22	Rs. 95,09,119.00	Rs. 1,90,,182.00	Rs. 4,000.00	06(six)months.
৩	DNIeT No. 30/SE/WRC-1/DNIeT/2021-22	Rs. 67,69,851.00	Rs. 1,35,397.00	Rs. 4,000.00	06(six)months.

4. **Last date & time for online Bidding:- 30.03.2022 upto 3:00 PM**
5. **TIME AND DATE OF OPENING OF BID:- 30.03.2022 at 4:00 PM (If possible)**

The bid forms and other details including **online activities should be done** in the e-procurement portal **https://tripuratenders.gov.in**

Note:- For all details, clauses, terms and condition, etc. may be seen in the DNIeT

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

Sd/-Illegible
Executive Engineer
WRD No-I,Kunjaban,Agartala

ICA-C-4056-22

NOTIFICATION

Notification is hereby issued for information to all concerned and ST students who are permanently residing in Tripura and pursuing studies inside and outside the State to re-submit defective application for Pre & Post- Matric Scholarship for the academic year 2021-22 through the National Scholarship Portal (scholarships.gov.in) as extended with the following Terms & Conditions.

1.	Student can re-submit defective application for Pre & Post- Matric Scholarship	From 10th March to 14th March, 2022.
2.	Institution level application verification (INO).	Up to 16th March, 2022.
3.	District Level application Verification.	Up to 19th March, 2022.
4.	Verification/approval of online application by the State Nodal Officer,	Up to 31st March, 2022.

All terms and condition will remain unchanged.

The students who are pursuing their studies outside the State should also submit the printed copy of online application duly filled up along with all relevant documents to the respective District Level Nodal Officer (DEO) as up-loaded online.

This Notification should be brought to the notice of the students by all the respective District Welfare Officer/Sub-Divisional Welfare Officer/Head of the Institutions.

N.B.: The concerned District Level Nodal Officer (DEO) may be contacted for detailed information on this matter. Submission of online application and Institute level verification of the same must be completed witiin the stipulated time mentioned above table. The Tribal welfare Department will not he responsible for non approval on account of late submission by Student or late verification at Institute level/District Level.

Sd/-(Dr. Vishal Kumar, IAS)
Director, TW
Govt.of Tripura.

ICA/D/1951/22

তথ্য চাওয়া হচ্ছে

নাম ঃ ফারহান, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা

তথ্য চাওয়া হচ্ছে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে যাদের কাছে উপরিউক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে যে কোনও ধরনের তথ্য থাকলে দেওয়ার জন্য যা এনআইএ মামলা নম্বর আরসি-১১/২০১৯/এনআইএ-গুয়াহাটি। তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় গোপন থাকবে। সন্দেহভাজন ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এই টেলিফোন নম্বরে, ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, ব্রাঞ্চ অফিস, গুয়াহাটি, ০৩৬১-২২৩০২০০/২২৩০২৩২ অথবা ইমেইল- **info.guw.nia@gov.in**

স্বাঃ অস্পষ্ট
সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ
ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি
গুয়াহাটি

davp 19133/11/0051/2122

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আগরতলায় বিজেপির সমাবেশে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য মন্ত্রিরা। ছবি নিজস্ব।

আত্মনির্ভরতায় বিশেষ জোর, মোদী বললেন অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): আত্মনির্ভরতায় বিশেষভাবে জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বললেন, অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে আমাদের। মঙ্গলবার ''প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থায়ন ও উচ্চাকাঙ্খী অর্থনীতি'' শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। বাজেটোত্তর এই ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দ্রুত বৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখতে বাজেটে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। বিদেশী পুঁজি প্রবাহকে উৎসাহিত করে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিনিয়োগের ওপর কর কমিয়ে, এনআইআইএফ, গিফট সিটি, নতুন ডিএফআই-এর মতো প্রতিষ্ঠান তৈরি করে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেছি।' মোদী বলেন, 'বর্তমানে দেশে আত্মনির্ভর ভারত অভিযান চলছে। অন্যান্য দেশের ওপর আমাদের দেশের নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে, এর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রকল্পে অর্থায়নের কী ভিন্ন মডেল তৈরি করা যেতে পারে তা আমাদের ভাবতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'সম্প্রতি আমরা ড্রোন সেক্টর, স্পেস সেক্টর এবং জিও স্পেশাল সেক্টর খুলেছি। এগুলি অনেক বড় সিদ্ধান্ত। এ সমস্ত ক্ষেত্রেও বিশ্বের সেরা তিনে কীভাবে জায়গা করা যায় সেই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে। ভারতের আকাঙ্খা প্রাকৃতিক চাষাবাদ থেকে জৈব চাষের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদি কেউ এক্ষেত্রে নতুন কাজ করতে এগিয়ে আসেন, তাহলে আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি কীভাবে সাহায্য করতে পারে তা ভাবতে হবে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'বর্তমানে দেশের হেলথ সেক্টরে প্রচুর কাজ হচ্ছে। সরকার হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারে প্রচুর বিনিয়োগও করছে। চিকিৎসা শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ দূর করার জন্য আমাদের দেশে আরও বেশি সংখ্যক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থাকা খুবই জরুরি।'

ভারতে ১৭৯.১৩-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন সাহসী নারী শক্তিকে কুর্নিশ মনসুখের

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): কোভিড-টিকাকরণ অভিযানে নতুন মাইলফলকে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। ভারতে ১৭৯.১৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে কোভিড-টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ২১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৬৩ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৭৯.১৩-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৭৯,১৩,৪১,২৯৫ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস, এদিন কোভিড-টিকাকরণের সঙ্গে যুক্ত সাহসী নারী শক্তিকে কুর্নিশ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, কোভিড টিকাকরণ অভিযানে আশ্চর্যজনক সাহসের পরিচয় দেওয়া নারী শক্তিকে কুর্নিশ। এদিন আন্তর্জাতিক নারী দিবসেরও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

ভারতে কোভিড-পরীক্ষাও চলছে দ্রুততার সঙ্গে, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ৭৭.৪৩-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৭ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৮,৭৩,৩৯৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭৭,৪৩,১০,৫৬৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৮,৭৩,৩৯৫ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৯৯৩ জন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে গুগল ডুডলের সম্মান

নয়াদিল্লি, ৮৯ মার্চ (হি. স.) : আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এই বিশেষ দিনে সমস্ত স্তরের নারীদের সম্মান জানাল গুগল ডুডল। ডুডলের মাধ্যমে তুলে ধরা হল সমাজে নারীর বিভিন্ন ভূমিকাকে। কখনও সেখানে ঘর সামলানো নারী, কখনও সেখানে শিল্পী নারী, কখনও আলোকচিত্রী নারী।

প্রত্যেক বছর ৮ মার্চ বিশ্ব জুড়ে পালন করা হয় নারী দিবস। এইদিন মূলত নারীদের সম্মান জানাতে এবং সমাজে তাদের ভূমিকার প্রতি সম্মান জানাতেই এই দিনটি পালন করা হয়। চলতি বছরে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের থিম হল পরিবেশ আন্দোলন এবং পরিবেশ রক্ষায় নারীর অবদান। মঙ্গলবার জনপ্রিয় এই সার্চ ইঞ্জিনে ঢুকলেই প্রথমেই চোখে পড়বে বিভিন্ন বেশে মহিলাদের মুখ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নারীদের সম্মান দিচ্ছে ডুডল। এরপরই চালু হবে একটি ইলাস্ট্রেটরের ভিডিও। যেখানে কখনও মায়ের ভূমিকায় তো কখনও ল্যাবে গবেষকের ভূমিকায় ধরা দিয়েছে মেয়েরা।

নারীরা পারেন না, এমন কোনও কাজ নেই এ সমাজে। ওয়াইল্ড লাইভ ফটোগ্রাফি থেকে, ডাক্তারি-প্রতিক্ষেত্রেই তিনি অনন্যা। সেই বার্তাই যেন দিচ্ছে গুগলের ডুডল। ইলাস্ট্রেশনটি তৈরি করেছেন থোকা মিয়ার। গুগল ডুডলের পেজটিতে লেখা হয়েছে, ''আজ আন্তর্জাতিক নারীদিবস। এই বিশেষ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নানা ভাষাভাষির নারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, কাজ ও সংস্কৃতি তুলে ধরেছে ডুডল। একজন মা থেকে মোটরসাইকেল সারাইকর্মীর ভূমিকাতেও অবতীর্ণ তিনি। কীভাবে পরিবার সামলেও তাঁরা বহির্বিশ্বে অপরিহার্য হয়ে ওঠেন, এই ইলাস্ট্রেশন সে কাহিনিই ব্যক্ত করে।''

গোয়ায় বিজেপি-বিরোধী দলগুলির সঙ্গে জোটের পথ খোলা ঃ কংগ্রেস

পানাজি, ৮ মার্চ (হি.স.) : বিধানসভা নির্বাচনে গোয়ায় ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হয়, তবে কংগ্রেস বিজেপি-বিরোধী দলগুলির সঙ্গে জোট করার জন্য উন্মুক্ত থাকবে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন কংগ্রেস গোয়ার ইনচার্জ দীনেশ গুন্ডু রাও।

আম আদমি পার্টির সঙ্গে নির্বাচন-পরবর্তী জোটের জন্য উন্মুক্ত কিনা জানতে চাইলে তিনি আরও বলেন, যদি কোন বিজেপি বিরোধী দল এগিয়ে আসতে এবং আমাদের সমর্থন করতে চায়, আমরা তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে প্রস্তুত।

যদিও এক্সিট পোলগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করে যে ৪০ সদস্যের বিধানসভায় কোনও দলই স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না, এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতা বলেন, অনেক সময় এক্সিট পোল সঠিক সংখ্যার ভবিষ্যদ্বাণী করে না। আমরা নিজস্ব উতের মাধ্যমে আমাদের নিজস্ব মূল্যায়ন করেছি। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এবং আমরা গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টির সঙ্গে জোট করে সরকার গঠন করতে সক্ষম হব।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস একক বৃহত্তম দল হিসাবে এলেও, সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ৪০টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১০ মার্চ ভোট গণনা হবে।

২৭ মার্চ থেকে দেশে পুরোপুরি স্বাভাবিক হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি. স.) : আগামী ২৭ মার্চ থেকে দেশে পুরোপুরি স্বাভাবিক হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা। মঙ্গলবার অসামরিক বিমান পরিবহণ কর্তৃপক্ষের তরফে বিবৃতি দিয়ে একথা জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, করোনা অতিমারীর কারণে বন্ধ থাকা পরিষেবা এবার স্বাভাবিক হতে চলেছে। আগামী ২৭ মার্চ থেকেই শুরু হবে স্বাভাবিক পরিষেবা। অর্থাৎ ওইদিন থেকে ভারতে কোনও আন্তর্জাতিক বিমান নামা বা ওঠায় কোনও রকম নিষেধাজ্ঞা থাকবে না।

করোনার থাবায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা। মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার বিমান চলাচলের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল অসামরিক বিমান পরিবহণ কর্তৃপক্ষ। যার জেরে গত দু-বছর ধরে চরম সঙ্কটে পড়েছিলেন লক্ষ-লক্ষ ব্যবসায়ী, পড়ুয়া। এবার স্বাভাবিক হচ্ছে ভারতের আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা। কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের তরফে এক এমনটাই জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, করোনার লড়াইয়ে অনেকটাই সুস্থ দেশবাসী। দৈনিক সংক্রমণ নেমে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজারের নিচে। কমেছে অ্যাকটিভ কেসও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় প্রায় সব রাজ্যেই শিথিল হচ্ছে বিধিনিষেধ। এবার স্বাভাবিক হতে চলেছে আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা।

গ্রেফতার সিআরপিএফ জওয়ানের চার লক্ষ টাকা ছিনতাইকারী দুই দুষ্কৃতী

গুয়াহাটি, ৮ মার্চ (হি.স.) : কামরূপ গ্রামীণ জেলার দদরায় সিআরপিএফ জওয়ানের হাত থেকে চার লক্ষ টাকা ছিনতাইকারী দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কামরূপের পুলিশ সুপার হিতেশ রায়ের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে বিহারের দুই বাসিন্দা চুনু দাস এবং জিমি যাদবকে।

আজ মঙ্গলবার পুলিশ সুপার হিতেশ রায় জানান, গত ২২ ফেব্রুয়ারি কামরূপের স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার দদরা শাখা থেকে পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে নগদ চার (৪) লক্ষ টাকা তুলেছিলেন সিআরপিএফের জনৈক জওয়ান। ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বাইরে আসার পর পালসার বাইকে চড়ে এই দুই ডাকাত সিআরপিএফ জওয়ানের স্ত্রীর হাত থেকে ঝাপটা মেরে চার লক্ষ টাকা ভরতি ব্যাগটি ছিনতাই করে চম্পট দিয়েছিল। ঘটনাস্থলে সংস্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরায় বন্দি হয়েছিল সমগ্র ছিনতাইয়ের দৃশ্য। পরবর্তীতে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে নিজে ডাকাতদের ধরতে পুলিশ সুপার হিতেশ রায় মনিটরিং করছিলেন। আজ তাদের পাকড়াও করে মারাথান জেরা তাঁরা করছেন বলে জানান এসপি হিতেশ রায়।

ইউক্রেনের সুমি থেকে সমস্ত ভারতীয় ছাত্রদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে : বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.) : ইউক্রেনের সুমি থেকে সমস্ত ভারতীয় ছাত্রদের সরিয়ে মেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বিদেশ মন্ত্রক ঘোষণা একথা টুইট করে জানিয়েছে, 'অনেক খুশি যে আমরা সুমি থেকে সমস্ত ভারতীয় ছাত্রদের সরিয়ে নিতে পেরেছি। তারা বর্তমানে পোলতাভা যাওয়ার পথে, যেখান থেকে তারা পশ্চিম ইউক্রেনে ট্রেনে উঠবে। অপারেশন গঙ্গার অধীনে ফ্লাইটগুলি তাদের বাড়িতে আনার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।'

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি এদিন জানিয়েছেন, ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে ভারতীয় নাগরিকদের উদ্ধারে ''অপারেশন গঙ্গা''-এর অধীনে, এ পর্যন্ত প্রায় ১৮ হাজার ভারতীয়কে বিশেষ ফ্লাইটে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মঙ্গলবার ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে বিশেষ অসামরিক ফ্লাইটে ৪১০ ভারতীয়কে সুসেভা থেকে দুটি বিশেষ অসামরিক ফ্লাইটে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

আন্তঃরাজ্য সীমান্ত এলাকা থেকে আসাম পুলিশের ক্যাম্প সরানোর চেষ্টা করছে মিজোরাম

আইজল, ৮ মার্চ (হি.স.) : মিজোরামের আন্তঃরাজ্য সীমান্ত এলাকা থেকে আসাম পুলিশের ক্যাম্প সরানোর চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার, জানান গৃহমন্ত্রী লালচামলিয়ানা।

এক সাক্ষাৎকারে গৃহমন্ত্রী লালচামলিয়ানা জানান, আন্তঃরাজ্য সীমান্ত বিবাদের জেরে গত বছরের জুন মাসে মিজোরামের আইতলাং, বুয়ারচেপ এবং সাইহাপুই ''ভি'' এলাকায় আসাম পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করেছে। ওই সব ক্যাম্প সরানোর জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে মিজোরাম সরকার। তিনি জানান, অসমের কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলার সঙ্গে মিজোরামের ১৬৪.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তঃরাজ্য সীমানা রয়েছে।

বিরোধী কংগ্রেস নেতা লালরিন্দিকা রাল্টের এক বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে লালচামলিয়ানা বলেন, মিজোরাম সরকার অসমের হাইলাকান্দি এবং কাছাড় জেলা-ঘেঁষা বুয়ারচেপ এবং সাইহাপুই ''ভি''-র সীমান্তবর্তী এলাকা আইতলাং থেকে আসাম পুলিশের ক্যাম্প প্রত্যাহার করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার অসমের সাথে রাজ্যের সীমান্ত পাহারা দিতে মিজোরাম পুলিশকে আরও শক্তিশালী করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে। তাই ওই সব এলাকায় আসাম পুলিশের নজরদারির আর প্রয়োজন হবে না।

এক জিজ্ঞাসার উত্তরে গৃহমন্ত্রী লালচামলিয়ানা বলেন, প্রতিবেশী উভয় রাজ্যের আইনসভা সীমানা বিবাদ সম্পর্কে একে অপরকে দোষারোপ করছে, তা-ও অসম এবং মিজোরাম সরকার আলোচনার মাধ্যমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু
শুভ চতুর্দশ জন্মবার্ষিকী
(পঞ্চদশ জন্মদিবস)

অন্বেষা সরকার (গুনগুন)
জন্ম: ০৯-০৩-২০০৮ ইং
সদগুরু শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস দেবের আশীর্বাদে মুখ ভড়া হাসিতে,দুষ্টুমি ভড়া চোখেতে করলে তুমি চৌদ্দটি বছর পার।এই শুভ দিনটি তোমার জীবনে আসুক বারবার।

আশীর্বাদান্তে:-
অপুরাম সরকার (বাবা),
লিলু দে সরকার (মা), কাকা-কাকিমা, পিসি-পিসুরা, মেসো-মাসিরা, মামা-মামিরা, দাদা-দিদিরা, ভাই-বোন, জামাইবাবুরা, অন্যান্য আত্মীয় পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীগন।
খিলপাড়া, উদয়পুর, গোমতি জেলা, ত্রিপুরা।
মোবাইল:- ৯৪৩৬৫১৮৩৭৮, ৯৪৩৬৪৭০৭৪২

দূরত্ব-জল্পনায় জল ঢেলে তৃণমূল মঞ্চে মমতার পাশেই পিকে, সঙ্গে অভিষেকও

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি. স.) : মঙ্গলবার তৃণমূলের বর্ধিত কর্মসমিতির বৈঠকের মঞ্চে দেখা গেল ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরকে (পিকে)। মঞ্চে ছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সীরা। যাঁদের সঙ্গে পিকে-র 'দূরত্ব' নিয়ে সম্প্রতি শাসকদলের অন্দরের রাজনীতিতে জোরাল জল্পনা তৈরি হয়েছিল।

কিছুকাল আগে অভিষেক-পিকে প্রণীত 'এক ব্যক্তি, এক পদ' নীতি নিয়েও দলের অন্দরে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। নেটমাধ্যমে দু'পক্ষের বিবৃতি এবং পাল্টা বিবৃতিও দেখা যেতে থাকে। যদিও আইপ্যাকের তরফে টুইট করে জানানো হয়েছিল, তারা কোনও ভাবেই পশ্চিমবঙ্গে পুরভোটের সঙ্গে যুক্ত নয়।

মঙ্গলবার নজরুল মঞ্চের ওই দৃশ্য যদি কোনও ইঙ্গিত বহন করে, তা হলে তা নির্ভুল ভাবে মমতা-পিকে দূরত্বের জল্পনায় ইতি টানার। বস্তুত, তৃণমূলের নেতাদের একাংশ এমনও বলছে, দলের সর্বময় নেত্রীর সঙ্গে পিকে-র কোনও দূরত্বই রচিত হয়নি। পুরোটাই রটনা। দলের অপর অংশের মতে, 'মতানৈক্য' একটা হয়েছিল। কিন্তু তা কখনওই অনতিক্রম্য হয়ে দেখা দেয়নি। দলের বর্ধিত কর্মসমিতির বৈঠকের মঞ্চে পিকে-র উপস্থিতিই তার প্রমাণ। ওই মঞ্চে আসীন ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মমতা ছাড়া কেউই মঞ্চে বক্তৃতা করেননি। তবে, মমতার সঙ্গে মঞ্চে একাধিক বার পিকে-কে একান্তে কথা বলতেও দেখা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২১ বিধানসভা ভোটে বিশাল ব্যবধানে তৃণমূলের জয়ের মাত্র মাস ছয়েকের মধ্যেই পিকে-র সংস্থা 'আই প্যাক'-এর সঙ্গে ঘাসফুলের সম্পর্ক নিয়ে নানা গুঞ্জন এবং জল্পনা তৈরি হয়। তা আরও ইন্ধন পেয়েছিল সদ্যসমাপ্ত ১০৮টি পুরসভা ভোটের আগে প্রার্থিতালিকা প্রকাশ নিয়ে। তৃণমূলের প্রবীণ নেতাদের একটা অংশ অভিযোগ করে, তাদের অজান্তে আইপ্যাক নিজেদের ইচ্ছে মতো প্রার্থিতালিকা তৈরি করেছে। এমনকি, পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, পার্থ-বক্সীরা নতুন প্রার্থিতালিকা প্রকাশ করেন। মমতাও সেই প্রার্থিতালিকাকে 'চূড়ান্ত' বলে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন। তখনই মমতা-পিকে 'দূরত্ব' নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। দলের একাংশ বলতে শুরু করে, পিকে-র সংস্থার কাজে 'ক্ষুণ্ণ' হন মমতা। এমনও জল্পনা তৈরি হয়ে যে, পিকে নাকি মমতাকে জানিয়ে দিয়েছেন, এর পর আর পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে কাজ করবে না আই প্যাক। মমতাও নাকি তাতে সম্মতি দেন।

পিকে নিজে প্রকাশ্যেই জানিয়েছিন, তাঁর সঙ্গে মমতার কোনও দূরত্বই তৈরি হয়নি। সেই বক্তব্যেরই প্রকাশ মঙ্গলবার নজরুল মঞ্চতে ফলিত স্তরে দেখা গেল বলে মনে করছে তৃণমূলের একাংশ। আনুষ্ঠানিক ভাবে তৃণমূলের সঙ্গে পিকে-র সংস্থা আইপ্যাকের চুক্তি ছিল ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট পর্যন্ত। তার পরে দু'পক্ষের মধ্যে কোনও লিখিত চুক্তি থাকেনি। যদিও একটি 'সমঝোতা'র ভিত্তিতে দু'পক্ষ মিলেমিশে কাজ করছিল।

দালাভাপুরমে বিধ্বংসী আগুনে ঘুমের মধ্যেই ঝলসে মৃত্যু একই পরিবারের ৫ সদস্যের

তিরুবনন্তপুরম, ৮ মার্চ (হি. স.) : কেরলের দালাভাপুরমে সোমবার মধ্যরাতে হঠাৎই একটি বাড়িতে বিধ্বংসী আগুন লাগে। আর সেই আগুনে ঘুমের মধ্যেই ঝলসে গিয়ে মৃত্যু হল একই পরিবারের ৫ সদস্যের। মৃতদের মধ্যে একটি আট মাসের শিশুও রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। অন্যদিকে এই ঘটনায় গুরুতর আহত একজন। তবে তাঁর অবস্থাও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

জানা যাচ্ছে কেরলের দালাভাপুরমের ওই বাড়িটি পার্থপান নামের এক ব্যক্তির। তিনি পেশায় একজন সবজি বিক্রেতা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন রাত প্রায় দেড়টার সময় হঠাৎ তাঁরা দেখতে পান যে পার্থপানের গোটা বাড়িটি দাউদাউ করে জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকলের বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় ওই আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। কিন্তু এই দুর্ঘটনায় ৬২ বছর বয়সী পার্থপানেরও মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সেরলি (৫৩), ছেলে অখিল(২৯), পুত্রবধূ অভিরামি(২৫) এবং আট মাসের নাতি রিয়ানও এই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে বলে খবর। অন্যদিকে পার্থপানের বড় ছেলে নিকুল এই ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় এই মুহূর্তে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে বলে খবর। সেই সঙ্গে জানা যাচ্ছে, এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে দুটি মটর বাইক, দুটি এয়ার কন্ডিসানার পুরোপুরি পুড়ে গিয়েছে। তবে ঠিক কি কারণে ওই বাড়িতে এমন বিধ্বংসী আগুন লাগল সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন পুলিশের ফরেনসিক দল।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করল বাঙালী মহিলা সমাজ। মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।